NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বারুইপুর বা সিঁথির মোড়, শীত মানেই সার্কাস

লোকসভা ভোটের পরেই আইপিএল-এর সূচি প্রকাশ ৮

কলকাতা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ২ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.12.2023, Vol.17, Issue No. 187, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সংসদ হানা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: সংসদে হামলার কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। গোটা ঘটনার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা নিরপেক্ষ ভাবে খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হল। সোমবার শীর্ষ আদালতে মামলার আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আবু সোহেল। মামলাকারীর প্রশ্ন, দেশের সংসদ এবং জনপ্রতিনিধি সাংসদদের নিরাপত্তাই যেখানে লঙ্ঘন হচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? তাঁর আর্জি, গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদ হানার গোটা ঘটনার পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তাই তা খতিয়ে দেখা হোক। আইনজীবী আবু সোহেলের আবেদন, শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।

জ্ঞানবাপী সমীক্ষার রিপোর্ট

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর: মুখবন্ধ খামে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র রিপোর্ট পেশ করল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)। ওই মামলার সরকারি আইনজীবী অমিত শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এএসআই-এর তরফে বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেসের কাছে ওই রিপোর্ট হয়েছে। এর আগে কয়েক দফা রিপোর্ট পেশের সময়সীমা পেরনোর পরে আদালতের অনুমতিক্রমে বাড়তি সময় নিয়েছিল এএসআই। মুখবন্ধ খামে পেশ করা রিপোর্টে কী রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি এএসআই-এর তরফে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

১৯টি জায়গায় এনআইএ হানা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেটস (আইএস)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত দেশের ১৯টি জায়গায় হানা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সোমবার সকাল থেকে চার রাজ্যের ১৯টি জায়গায় হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। কোথায় কোথায় আইএস তাদের চক্র চালাচ্ছে, তা খুঁজে বার করতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে এনআইএ সূত্রে। যে ১৯টি জায়গায় এনআইএ-র দল হানা দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১১টিই কর্নাটকে রয়েছে। চারটি রয়েছে ঝাড়খণ্ডে। তিনটি রয়েছে মহারাষ্ট্রে এবং একটি রয়েছে দিল্লিতে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

বেনজির কাণ্ড সংসদে

সাংসদ সাসপেনশন নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া মমতার

'ভাগ্য ভাল যে আমি সাংসদ নই এখন'

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূলের ন'জন-সহ বিরোধী সাংসদের সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও বৈঠক হওয়ার কথা, সব কিছু ঠিক থাকলে। তার আগে সংসদে কমপক্ষে ৩৩ জন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা। তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনি বলেছেন, 'ভাগ্য ভাল যে, আমি এখন সাংসদ নই!' মমতার দাবি, 'আসলে ওরা বিল পাশ করাতে চাইছে। ধ্বনি ভোটে বিল পাশ করাতে চাইছে। গলা বন্ধ করার চেষ্টা করা করা হচ্ছে। তা হলে গোটা সংসদই সাসপেন্ড করে দিক।'

এদিকে, সংসদে বেনজির কাণ্ড। লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট ৭৮ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিন শুরুতে লোকসভার ৩৩ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেন লোকসভার স্পিকার। সংসদে স্মোক অ্যাটাক ইস্যুতে এদিন প্রথম থেকেই উত্তাল ছিল। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। তারপরেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী-সহ ৩৩ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। এরপরেও রাজ্যসভাতেও একই ছবি দেখা যায়। সেখানেও ৪৫ জন সাংসদকেও সাসপেন্ড করা হয়। গোটা শীতকালীন অধিবেশনেই সাসপেন্ড হলেন ৭৮ জন বিরোধী সাংসদ।

মমতা সাত বারের সাংসদ। দলীয় সূত্রে খবর, একসঙ্গে এত জন সাংসদের সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহতও। ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'যা ঘটছে, তা হওয়া উচিত নয়। আমি ভাগ্যবান যে, আমি সাংসদ নই এখন। এ তো দেখছি পুরো পার্লামেন্ট সাসপেন্ড হওয়ার মতো অবস্থা। স্বৈরতন্ত্র চলছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

সোমবার শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতার মাঝেই নতুন

সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সরব হন বিরোধী সাংসদেরা। তুমুল চিৎকার শুরু হয় সংসদ কক্ষে। প্রথমে দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট, পরে তিনটে পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি করে দেন স্পিকার। তার পরেও পরিস্থিতি তপ্ত হওয়ায় অন্তত ৩৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে দেন স্পিকার। সাম্প্রতিক সময়ে এক সঙ্গে এত জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার বিষয়টিকে 'নজিরবিহীন' বলেই বর্ণনা করছে বিরোধীরা। আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন। তত দিন এই সাংসদেরা অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না।

গত বাদল অধিবেশনেও 'অসংসদীয় শব্দ' প্রয়োগ করার জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর। এ বারও তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের তালিকায় তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মণ্ডল, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল, অসিত মাল, শতাব্দী রায় রয়েছেন। লোকসভা থেকে নিলম্বিত হওয়ার পর অধীর চৌধুরী বলেন, 'বিজেপির সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তাই দিয়ে সংসদে পেশিশক্তি দেখাচ্ছে। সংসদকে বিজোপি ও আরএসএসের কার্যালয়ে পরিণত করতে চাইছে।'

রাজনীতিকদের একাংশের মত, ইন্ডিয়ার বৈঠকের আগে সংসদের এই ঘটনা বিরোধীদের আরও এককাট্টা করবে। শুধু তা-ই নয়, মমতা যে ভাবে সরব হলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বুধবারের বৈঠক নতুন মাত্রা পেয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

'সুস্থই রয়েছেন দাউদ ইব্রাহিম' বিষ খাওয়ানোর জল্পনা ওড়ালেন ছোটা শাকিল

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: জীবিত রয়েছেন। সুস্থ রয়েছেন দাউদ ইব্রাহিম। একটি সংবাদ মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে এমনই দাবিই করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা শাকিল। পাশাপাশি গ্যাংস্টারকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টার জল্পনার কথাও এককথায় উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

দাউদের ডানহাত বলে পরিচিত ছোটা শাকিল একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'দাউদ জীবিত এবং সুস্থ রয়েছেন। এই ভুয়ো খবর দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। রবিবারই একাধিক বার ওঁর সঙ্গে দেখা করেছি আমি।'

সোমবারই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, গুরুতর অসুস্থ হয়ে করাচির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দাউদ। সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে একাধিক পোস্ট দেখা যায়। অনেকে আবার পাকিস্তানের তদারকি প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার উল হকের একটি পোস্টের স্ক্রীনশট শেয়ার করেন। সেই পোস্টে লেখা, দাউদের মৃত্যু হয়েছে। যদিও পরে জানা যায়, ওই অ্যাকাউন্টটি ভুয়ো। ওই ভাইরাল মেসেজে লেখা হয়েছিল, 'মানবতার মসিহা, প্রত্যেক পাকিস্তানির মনের খুব কাছে থাকা, আমাদের প্রিয় দাউদ ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় কেউ বিষ খাইয়েছেন তাঁকে। করাচির হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। স্বর্গে যান, এই কামনা করি।'

এই পোস্টের পরেই দাউদকে বিষ খাওয়ানোর জল্পনা জোরালো হয়। পাক সংবাদমাধ্যমের একাংশের সূত্রে জানা যায়, তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। একটা সূত্রের তরফে দাবি করা হয়, বিষ খাওয়ানো হয়েছে দাউদকে। যদিও বিষয়টি নিশ্চিত করেনি কোনও পক্ষ। দাউদের পরিবারের তরফেও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই দাবি। পাক সংবাদ মাধ্যমেও তৈরি হয় জল্পনা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ দাবি করে, করাচির হাসপাতালে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা হয়েছে দাউদকে। হাসপাতালের যে অংশে তিনি রয়েছেন, সেখানে আর কোনও রোগীকে রাখা হয়নি। কাউকে ধারেকাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে দাউদের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর রটে। এমনকী দাউদের আত্মীয় তথা প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াদাঁদকে গৃহবন্দি করার খবরও প্রকাশ্যে আসে। পাকিস্তানের বড়-বড় শহরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও খবর শোনা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দাউদের মৃত্যুর জল্পনা আরও জোরাল হচ্ছে।

সোমবারই দাউদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদকে পরিবার-সহ গৃহবন্দি করার খবর প্রকাশ্যে আসে। যদিও পরে গৃহবন্দি হওয়ার খবর অস্বীকার করেছেন মিয়াদাঁদ। এমনকী, দাউদের বিষয়েও কোনও খবর জানেন না বলে তিনি জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের অনেক জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর শোনা যায়। এমনটাও শোনা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় করাচির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন দাউদ। তারপর ওই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিষপানের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও দাউদের মৃত্যুর বিষয়ে এখনও পাক সরকার বা কোনও তরফে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি।

ফের করোনায় দেশে একদিনেই মৃত ৫ জন

সব রাজ্যে চিঠি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের, সতর্ক করল হু

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: দেশজুড়ে ফের আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে করোনা। মারণ ভাইরাসের থাবায় একদিনেই ৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩৫ জন। দেশজুড়ে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ছুঁয়ে ফেলেছে। দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। শুধু ভারতে নয়, দুনিয়াজুড়েই বাড়ছে করোনার প্রকোপ। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বেশ কয়েকটি দেশে। সতর্কবার্তা জারি করেছে হু।

কোভিড নিয়ে ফের সতর্ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সব রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠাল দিল্লি। সোমবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব সুধাংশু পন্থ চিঠি পাঠিয়েছেন সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে বর্তমানে যে সংশোধিত গাইডলাইন রয়েছে কোভিড নিয়ে, তা মেনে চলার উপর প্রতিটি রাজ্যকে জোর দিতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে সব রাজ্যের জন্য কোভিডের উপর নজরদারি রাখতে, আট দফা নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে।

দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে কেরলের সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতি। দক্ষিণের এই রাজ্যে হঠাৎ করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যার গ্রাফ সামান্য বেড়ে গিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত নতুন কোনও ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান মেলেনি। তবে রাজ্যগুলিকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, রবিবার পাঁচজন কোভিড আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে দেশজুড়ে। তার মধ্যে চারজনই কেরলের। এক কোভিড আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে উত্তরপ্রদেশেও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে, রবিবার যে পাঁচ জন করোনার কারণে মারা গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চার জনই কেরলের বাসিন্দা। এ ছাড়া, উত্তরপ্রদেশ থেকে একটি মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। কেরল চিন্তা বাড়িয়েছে। কারণ, সেখানেই করোনার নতুন একটি উপরূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যার নাম জেএন.১। এখনও পর্যন্ত কেরলে এক জনের শরীরেই ওই উপরূপের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে।

করোনার উপরূপ জেএন.১ গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় প্রথম পাওয়া যায়। তার পর ভাইরাসের এই উপরূপযুক্ত বেশ কয়েক জন রোগীর কথা জানা গিয়েছে। সম্প্রতি চিনে জেএন.১ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাত জনের শরীরে মিলেছে ওই উপরূপ। সাধারণ করোনা রোগীর সংখ্যাও কম নয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো কোনও অসুস্থতা বা শ্বাসজনিত কোনও অসুস্থতার উপর জেলাস্তরে নজরদারি আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য নিয়মিতভাবে ইন্টিগ্রেটেড হেল্‌থ ইনফরমেশন পোর্টালে তোলার জন্য বলা হয়েছে। জোর দিতে বলা কোভিড পরীক্ষার গাইডলাইনের উপরেও। জেলাস্তরে যাতে নির্দিষ্ট অনুপাতে আরটি-পিসিআর ও অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়, সেই পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে আরটিপিসিআর পরীক্ষার উপর। কোনও নমুনায় করোনার সংক্রমণ ধরা পড়লে, সেটি সঙ্গে সঙ্গে জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য বলা হয়েছে। যাতে কোনও নতুন ভ্যারিয়েন্ট ঢুকে পড়েছে কি না, তা আগে ভাগে শনাক্ত করা যায়।

প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রয়েছে কি না, তাও দেখে নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বাড়ানোর পরামর্শও দিয়েছে কেন্দ্র।

কেরলের এক বৃদ্ধার দেহে মিলেছে ভাইরাসের এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট। যদিও সেরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জের মতে, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে আমজনতাকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন তিনি। রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলেই জানান বীনা। দেশজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্তে সতর্ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকও। জোর দেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিন নেওয়ার বিষয়টিতে। অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে কীভাবে জনস্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়, সেটাই বিবেচনা করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিভিন্ন দেশেই করোনা নতুন করে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। যা নিয়ে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। ইতিমধ্যে তারা বিভিন্ন দেশকে এ বিষয়ে বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। মারিয়া ভান কেরকোভে হু-এর এক আধিকারিক, যিনি করোনা সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর পরামর্শ ভিডিও-বার্তার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, কেন এই সময় হঠাৎ আবার করোনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কী ভাবে তা ঠেকানো যায়, সেই উপায়ও বাতলে দিয়েছেন।

বড়দিনের সময়ে উৎসবের মরশুমে বিশেষ করে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কেবল কোভিড নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ থেকেও সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে হু।

জাঁকিয়ে শীতের স্পেলের মধ্যে ফের ঠান্ডা কমার পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নভেম্বরে ধোকা দিলেও ডিসেম্বরে শীত কিন্তু জাঁকিয়ে বসেছে। বাঙালিকে একটুও আশাহত করছে না ঠান্ডা। উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন জায়গায় ভালোই ব্যাটিং করছে শীত। মহানগরী কলকাতাতেও সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম রয়েছে। তবে এর মধ্যে ফের হতাশার খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস।

হাওয়া অফিস পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে যেমন ঠান্ডা ছিল তেমনই ঠান্ডা বজায় থাকবে। ২২ তারিখের পর থেকে একটু একটু করে বাড়বে তাপমাত্রা। মেঘলা আকাশ বজায় থাকবে দুই বঙ্গে। কারণ হিসাবে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, জলীয় বাষ্প প্রবেশ করবে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই বঙ্গে।

প্রসঙ্গত, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। বড়দিনের সময়ে এই ঠান্ডার আমেজ কিছুটা কমলেও কমতে পারে। কারণ তখনই বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে জলীয় বাষ্প ঢুকে ঠান্ডার আমেজ নষ্ট করতে পারে। সে সময় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ১৬-১৭ ডিগ্রিতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে।

কেজরিওয়ালকে ফের তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) ইডির সদর দপ্তরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরিকে গত ২ নভেম্বর ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হননি আপ প্রধান। সেই সঙ্গে কেজরি তাঁকে তলব করার ঘটনাকে 'বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছিলেন।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে ইডি। ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি সমন পাঠানোর পরে কেজরিওয়ালের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

গত ১৬ এপ্রিল আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল আর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পরে এই মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের খোঁজ পেতে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করে ইডি। প্রসঙ্গত, আপ সরকারের আমলে আবগারি নীতি বদলে ফেলে কয়েকটি সংস্থাকে বেআইনি ভাবে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৩৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Altab Ali S/o. Taher Ali ও Sk Altab Ali S/o. Sk T Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Simon Khalko ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Karloos Orao Khalko ও K. Khalko সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shampa Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samir Paul ও Dr Samir Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৪৮ নং এফিডেভিট বলে Santanu De S/o. Sajal Kumar De ও Santanu Dey S/o. S. Kr. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৫১ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Ghosh S/o. Krishna Chandra Ghosh ও Arun Ghosh S/o. Krishna Ch Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Arindra Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dinendra Banerjee ও D. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৪৯ নং এফিডেভিট বলে Gautam Mukherjee S/o. Jatindra Nath Mukherjee ও G. Mukhopadhyay S/o. J. N. Mukhopadhyay বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মহেন্দ্র সিং আমার পিতার নাম গোপাল সিং আমার আধার কার্ড নং ৯৬৫৮ ৩৫৩৪ ৬৫৭৭ ও আমার নামিত দলিল নং ২০৩২ তাং- ২৫-০৩-৯২ পিতার নাম গোপাল সিং রহিয়াছে কিন্তু আমার পিতার ভোটার কার্ডে ZHX0666776 তাহার নাম গোপাল সিং -এর পরিবর্তে মকর সিং উল্লেখ রহিয়াছে। তাই ৩০-০৫-২০২৩ তারিখের ২৯০৫ নং ঝাড়গ্রাম প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল কোর্টের এফিডেভিট মূলে প্রকাশ করিতেছি যে মকর সিং ও গোপাল সিং একই ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

CHANGE OF NAME

I, Sri Subhadip Bhattacharya, son of Kalyan Kumar Bhattacharjee residing at Block 3, Flat 3D, Eternis, 59, Jessore Road, Doltala Madhyamgram, 24 Parganas(N), PIN - 700132. My actual Name is Subhadip Bhattacharya which has been recorded in my all official records. But in the past some of my documents have been recorded as Subhadip. Vide an affidavit dated 13.09.2023 sworn in before the Metropolitan/Executive/Judicial Magistrate. I have affirmed and declare that Subhadip Bhattacharya and Subhadip is same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে ডিসেম্বর, ২ রা পৌষ। মঙ্গল বার। সপ্তমী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা। বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা, কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কিছু ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন । অন্যের নামে যে টাকা লগ্নি করেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : ধৈর্য রাখুন। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়িতে অতিথি আসবে। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীৰত দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেঁচে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : প্রভাবশালী যে মানুষ টি দায়িত্ব নিতে চাইছেন, তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন।গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুদ্ধি দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার !নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 90/2023-2024, MEMO NO. 426/DGP-II/15th FC/2023.** Last date of submission **30.12.2023 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 20/NARA- II/15th (UNTIED FUND)/2023-24, 21/ NARA-II/15th FC(TIED Fund)/2023-24,** Last date of submission **24.12.2023 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 34/CFC TIED & UNITED 2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **29.12.2023 up to 9.30p.m.** and Sealed Tenders **NIT NO. DIG/33/ 2023-24,** last date of application **26.12.2023 up to 3p.m** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া হুগলী

ম্যাট্রিমোনিয়াল সুট নং- ২৩৮/২০২০

শ্রী দেবার্থ সেনগুপ্ত ...দরখাস্তকারী

-বনাম-

শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দেবার্থ সেনগুপ্ত, পিতা- শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত সাং পীড়তলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০১। প্রতিপক্ষ/রেসপণ্ডেন্ট শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত স্বামী- শ্রী দেবার্থ সেনগুপ্ত ও পিতা- শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সেন সাং ও পোঃ স্বরুপনগর, থানা- মছলন্দপুর জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৮৬, আপনার বিরুদ্ধে হুজুর আদালতে উপরিউক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা করিয়াছেন এবং উক্ত মোকর্দ্দমাটি হুজুর আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় আপনি প্রতিপক্ষ/ রেসপণ্ডেন্ট আপনার কোনরূপ আপত্তি থাকিলে, আপনি প্রতিপক্ষ নিজ স্বয়ং বা আপনার নিযুক্তীয় উকীল বাবু দ্বারা উপরিউক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার বক্তব্য উক্ত আদালতে অদ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার লিখিত বিষয় সমূহ হুজুর আদালতে দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমা হুজুর আদালতে একতরফা শুনানী হইবে।

শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট
হুগলী জজ আদালত

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদারা
জেলা জজ হুগলী, চুঁচুড়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

রেলের হকার উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা জগদ্দল স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হকার উচ্ছেদ ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়ালো জগদ্দল স্টেশন চত্বরে। পূর্ব রেলের তরফে কয়েকদিন আগে নোটিস দিয়ে জানানো হয়েছিল, ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে ফেলতে হবে। সেই নোটিস মোতাবেক এদিন বেলায় জগদ্দল স্টেশনে জবরদখল উচ্ছেদে আসে রেল প্রশাসন । সেখানে হাজির ছিলেন স্টেশনের বুকিং অফিসারও। যদিও হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এদিন প্রতিবাদ জানায় তৃণমূলের রেল হকার্স ইউনিয়ন। পুনর্বাসন ছাড়া কোনওমতেই উচ্ছেদ করা যাবে না বলে এদিন সাফ জানিয়ে দেয় রেল হকার ইউনিয়নের কর্তারা। তবে ১ নম্বর রেললাইনের একদম ধারে চলে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান। এদিন রেল পুলিশ ওই দোকানগুলো সরিয়ে ফেলতে বলেন। অভিযোগ, রেল প্রশাসনের সামনেই বহুদিন বন্ধ থাকা একটি দোকানের মালিক স্টেশনের বুকিং অফিসারকে দেখে নেবার হুমকিও দেন। যদিও রেল হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা এর তীব্র প্রতিবাদও করেন। এমনকি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হকার ভাইরা তৎক্ষণাৎ হুমকি দেওয়া দোকানদারকে ঘটনাস্থল থেকে হটিয়ে দেন।

উচ্ছেদ প্রসঙ্গে ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর কাউন্সিলর বিপ্লব মালো বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। রেল প্রশাসনের কাছে তারা দাবি রেখেছেন হকার ভাইদের লাইলেন্স দেওয়া হোক। আর রেল ভাড়া নিয়ে হকার ভাইদের জীবিকা সুনিশ্চিত করুক।' স্টেশনের বুকিং অফিসারকে হুমকি বিষয়ে কাউন্সিলর বিপ্লব মালো বলেন, 'এক হকার ভাইয়ের খারাপ ব্যবহারে তিনি লজ্জিত। ঘটনার জন্য তিনি বুকিং অফিসারের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন।'

পশ্চিমবঙ্গ সিআরপিএফ-এর মহাপরিদর্শক বীরেন্দ্রকুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের সিআরপিএফ-এর মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বীরেন্দ্র কুমার শর্মা। এর আগে তিনি অসমের জোড়হাটে সিআরপিএফ-এর মহাপরিদর্শক পদে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সেক্টরের পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে, বীরেন্দ্র কুমার শর্মা সিআরপিএফ-এর আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠকও করেন।

হাওড়া স্টেশনে ধৃত সাত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের অভিযানে হাওড়ায় গ্রেপ্তার হল ৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। আরপিএফ-সহ রেলের অপরাধ ও মাদক বিরোধী শাখার যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে তারা

আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের কাছে খবর আসে শেখ জাকির নামে এক দালাল একাধিক বেআইনিভাবে ৭ বাংলাদেশিকে ভারতে ঢুকিয়েছে। হাওড়া স্টেশন দিয়েই তারা অন্য রাজ্যে যেতে পারে। আরপিএফ ও অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকদের যৌথ দল নজরদারি শুরু করে হাওড়া স্টেশনে। সেই নজরদারিতেই ধরা পড়ে অনুপ্রবেশকারীরা। গ্রেপ্তার হয় শেখ জাকির। ধৃতদের মধ্যে ৫ জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। জানা গিয়েছে, দলটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘোগাডাঙ্গা, বসিরহাট দিয়ে এই শেখ জাকিরের সহায়তায় ভারতে ঢুকে পড়ে। এদেরকে বেঙ্গালুরু শহরে নির্মাণকার্যে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত করার জন্য আনা হয়েছিল। তারা কেউ ভারতে আসার কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। ধৃতদের থেকে বাংলাদেশের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশেরবৈদেশিক আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুরু করল হিরের গয়নার প্রদর্শনী 'গ্লিটেরিয়া'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে কলকাতা-সহ একাধিক জায়গায় শুরু হল ডিজাইনার হিরের গয়নার এক অনন্য প্রদর্শনী, 'গ্লিটেরিয়া'। সোমবার থেকে শুরু হওয়া প্রদর্শনী চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেখানে থাকবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স -এর হীরের গয়নার চোখ ধাঁধানো সম্ভার। গত বছর হিরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী হিসেবে 'গ্লিটেরিয়া' উৎসবের সূচনা হয়।

ডিজাইনার হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশনের দাম রাখা হয়েছে ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যেই। গয়নার ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবনাও তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে। হিরের গুণমানের ওয়ারেন্টি থাকছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফ্যাশন শো। শ্যামসুন্দরের এক্সক্লুসিভ হিরের গয়নায় সজ্জিত হয়ে র‍্যাম্পে হাঁটেন মডেলরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অন্যতম ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'গ্লিটেরিয়া হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আর একটি সিগনেচার প্রেসেন্টেশন। এটা সংস্থার দ্বিতীয় সংস্করণ।' 'গ্লিটেরিয়া' ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যালটি ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ত্রিপুরার (আগরতলা, খোয়াই , ধর্মনগর ও উদয়পুর) এবং কলকাতায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সব শোরুমে (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

রামমন্দির সংকল্প পূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব ৮০ বছর পূর্বে অযোধ্যা রামজন্মভূমি মুক্তির সংকল্প করেছিলেন, তাঁর সংকল্প প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমন্দির আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে। এই উপলক্ষে ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার ভারতীয় যাদুঘরের সভাকক্ষে ঠাকুরের সংকল্প পূর্তির বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, বেলা ৩টেয় । সভায় পৌরহিত্য করবেন অখিল ভারতীয় জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রধান রামানুজ মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রী সিভি আনন্দ বোস। সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্তদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে বিচারবিভাগীয় কাজ তুলে নেওয়ার আর্জি বার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিচারবিভাগীয় কাজ তুলে নিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানাল বার অ্যাসোসিয়েশন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আইনজীবী প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার পর এবং প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়কে হেপাজতে নেওয়ার পরই এই আবেদন।

প্রসঙ্গত, এক বিধবা মহিলার চাকরির মামলায় আদালতে হাসাহাসি করছিলেন মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের এই আইনজীবী। শুনানির সময় এই আচরণ আদালত অবমাননা বলে ওই আইনজীবীকে ভৎর্সনা করেন ও গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাইকোর্টের শেরিফকে ডেকে তাঁর হাতে আইনজীবীকে তুলে দেন বিচারপতি। ওই আইনজীবী নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেও ছাড় তিনি পাননি। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'একজন বিধবা মহিলা সন্তানের হাত ধরে চাকরির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। আর মাদ্রাসা কমিশনের আইনজীবী আদালতে এসে হাসছেন।' আজ, মঙ্গলবার মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে আদালতে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

ব্যারাকপুরে পুলিশকর্মীর জানলা লক্ষ্য করে গুলি, আটক বায়ুসেনা কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর ষষ্ঠীতলায় 'শ্যামকুঞ্জ' নামক একটি বহুতল আবাসনের তৃতীয় তলের ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে থাকেন ব্যারাকপুর লাটবাগানে কর্মরত এক পুলিশ কর্মী। রবিবার গভীর রাতে ওই পুলিশ কর্মীর ফ্ল্যাটের রান্না ঘরের জানলা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। যদিও রাতে আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারেননি ওই পুলিশ কর্মী। সোমবার সকালে ওই পুলিশকর্মী রান্না ঘরের জানলার গুলির দাগ দেখতে পান। রান্নাঘরে তিনি একটা গুলিও পড়ে থাকতে দেখেন বলে দাবি তাঁর। ঘটনার তদন্তে নেমে এক বায়ু সেনার কর্মীকে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পাখি মারার বন্দুক নিয়ে গুলি চালানো অনুশীলন করছিলেন ওই বায়ুসেনা কর্মী। সেই সময়েই আচমকা তাঁর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে ওই আবাসনের পুলিশ কর্মীর রান্নাঘরের কাচে গিয়ে লাগে। ঘটনায় আতঙ্কিত পুলিশ কর্মীর পরিবার। ঘটনা নিয়ে পুলিশ কর্মীর স্ত্রী জানান, বাচ্চাদের নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী জেগে ছিলেন। রাত এগারোটা নাগাদ একটা আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু রাতে তারা কিছুই বুঝতে পারেন নি। সকালে তারা ঘুম থেকে উঠে দেখেন রান্না ঘরের জানলার কাঁচে বুলেটের আঘাত। ঘটনায় তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত। ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, বায়ুসেনার এক কর্মী প্যাকটিস করতে গিয়ে বন্দুক থেকে গুলি ছিটকে পুলিশ কর্মীর ফ্ল্যাটের জানলায় লেগেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ৩ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার

নিয়োগে প্যানেল প্রকাশের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ
ডিভিশন বেঞ্চে গেল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৪২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। একক বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে শুনানিতে পর্ষদের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতির প্রশ্ন, 'নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ না করে কাউকে আড়াল করতে চাইছেন? এই প্যানেল বাড়িতে গচ্ছিত রাখার সম্পত্তি নয়।'

গত ১২ ডিসেম্বর জেলা ভিত্তিক নিয়োগের প্যানেল পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সূত্রের খবর, কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেটের পর দু'টি নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল। একটি ২০১৬ সালে এবং অন্যটি ২০২০ সালে। বিচারপতি সিন্‌হা

আগে ওই দুই নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল প্রকাশ করার নির্দেশ দেন পর্ষদকে। এরপর গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আদালতে হলফনামা জমা দেয় পর্ষদ। জানায়, এর আগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে একটি প্যানেল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ২০১৬ সালের নিয়োগের রীতি মেনে প্যানেল প্রকাশের নিয়ম নেই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে দু'টি নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্যানেল দেখতে চেয়েছিল হাইকোর্ট।

আগের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন, এমন ৯৪ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পর্ষদের আইনজীবী ৩০ নভেম্বরের শুনানিতে জানিয়েছিলেন, ওই ৯৪ জনকে শূন্যপদের বাইরে থেকে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনকী, যে দু'টি প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্যানেলের জন্য আরও সময় দেওয়া হোক। শুনে বিচারপতি সিংহ বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, 'আর কত দিন বঞ্চিতেরা অপেক্ষায় থাকবেন! তাঁদের কাছে প্রতিটা দিনের মূল্য রয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে।' বলেছিলেন, 'দেড় মাস সময় দেওয়া হল। এরপরেও হলফনামা দিতে পারলেন না? আইনজীবীদের উপর চাপ বাড়লে পর্ষদ নতুন আইনজীবী নিয়োগ করুক।' এর পরেও হাইকোর্ট পর্ষদকে আরও সাত দিন সময় দেয়। বিচারপতি জানিয়েছিলেন, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে পর্ষদকে হলফনামায় দু'টি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল জমা দিতে হবে। সেই মামলার শুনানি ছিল ১২ ডিসেম্বর। যেখানে পর্ষদকে প্যানেল প্রকাশ করতে না চাওয়ার জন্য ভর্ৎসনাও করেন বিচারপতি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সিংহ এও বলেন, 'আমি প্রাথমিকের প্যানেল দেখতে চাই। মেয়াদ শেষের আগে একটা প্যানেল প্রস্তুত হয়। সেটি দেখতে চাই। নিয়োগের প্যানেল খতিয়ে দেখার অধিকার আদালতের অধিকার রয়েছে।' জবাবে পর্ষদ জানিয়েছিল, বিধি মেনে জনসমক্ষে প্যানেল প্রকাশের নিয়ম নেই। এতে বিচারপতি সিন্‌হা প্রশ্ন করেন, 'নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ না করে কাউকে আড়াল করতে চাইছেন? এই প্যানেল বাড়িতে গচ্ছিত রাখার সম্পত্তি নয়। প্যানেল প্রকাশ হলে অসুবিধা কোথায়?' তিনি এও জানান, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে এক বার যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় বার প্রকাশে কেন অসুবিধা। এরপরই বিচারপতি সিংহের নির্দেশকেইচ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল প্রাথমিক পর্ষদ।

রাবিশ বোঝাই লরি আটকালেন ফিরহাদ, পুলিশের বিরুদ্ধে উগরে দিলেন ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর রাবিশ বোঝাই লরি হাতেনাতে ধরলেন মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অভিযোগ, অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করার জন্য লরিটি রাবিস নিয়ে যাচ্ছিল। সূত্রের খবর, এদিন জোকায় ১৬ নম্বর বরোয় বৈঠক করতে যাওয়ার পথেই বিষয়টি দেখ তে পান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তখ নই তিনি লরিটিকে হাতেনাতে ধরেন। এরপরই পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীকেই প্রশ্ন করেন, কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে লরি যাচ্ছিল? একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, যেখানে তিনি নিজেই খালি চোখে দেখে বুঝতে পারছেন এই রাবিশ অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে পুলিশ বুঝতে পারল না কেন?

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর আমি একটা লরি দেখলাম। আটকালাম। রাবিশ নিয়ে যাচ্ছিল। সাউথের দিকে ঢুকছিল লরিটি।

তারপর আরও চার-পাঁচটা গাড়ি দেখলাম সাউথের দিকেই যাচ্ছে। নম্বরগুলো লিখে রেখেছি। এই তথ্যগুলো আমার কাছে আছে, পুলিশ কমিশনারকে দেব।' একইসঙ্গে এও জানান, 'এইভাবে আমাদের একা যদি পরিবেশের জন্য লড়তে হয়, তাহলে কীভাবে হয়? আমি পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ করব, মাঝেরহাট ব্রিজ থেকে সাউথের রাস্তায় নজরদারি আরও কড়া করতে। এই অঞ্চলে জলাশয় বুজিয়ে ফেলার যে পুরনো রোগ, তা পুলিশ ছাড়া আটকানো যাবে না। আমরা সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্ট বসিয়েছি। যদি কেউ বাড়ি ভাঙে সেই রাবিশ এই সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্টে যাবে। তা না হয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে।' একইসঙ্গে গাড়িগুলো সব ১৫ বছরের পুরনো লরি, তার মধ্যে অনেকগুলোর নম্বর প্লেটও নেই বলে জানান মেয়র।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে নিরপেক্ষতা ও ব্যালটে ভোটের দাবিতে পথে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ব্যালটে ভোটের দাবিতে পথে নামল কংগ্রেস। দক্ষিণ জেলা কংগ্রেসের বক্তব্য, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় ধ্বনিভোটে পাস করিয়েছে বিজেপি। এর প্রতিবাদে সোমবার আলিপুর গোপালনগরে সার্ভে বিল্ডিংয়ের সামনে বিক্ষোভ চলে। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রর্দশন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয় এদিন। এদিন কংগ্রেস নেতারা মাথায় কাগজের তৈরি ব্যালট বাক্স নিয়ে সার্ভে বিল্ডিংয়ের সামনে হাজির হন। তাঁদের বক্তব্য, ইভিএমকে কাজে লাগিয়ে ভোটের সময় 'খেলা' হচ্ছে। লোকসভা ভোটের আগে তাই কংগ্রেসের দাবি, পুরনো নিয়মেই ভোট হোক। বৈদ্যুতিন যন্ত্র নয়, তারা ব্যালট পেপারেই ভোট চায়।

এদিনের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা আশুতোষ

চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা আজ ব্যালট বক্স মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়ার ভূমিকা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে। যেভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে আমরা দেখছি। রাহুল গান্ধি তো আগেই বলেছিলেন এই কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে রেগুলেটরি যে বডিগুলি আছে তার গৈরিকীকরণ হবে। ব্যালট বক্সে ভোট ফেরানোর দাবি তুলছি তাই আমরা। ইভিএম আমরা দেখছি কী জালিয়াতি চলছে। আগেও বলেছি, এখনও বলছি সরকারি সংস্থাগুলির ভিতরে যেভাবে প্রভাব খাটানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস লড়বে। গোটা বাংলা, গোটা দেশজুড়ে এই বিক্ষোভ হবে।'

সংসদ-কাণ্ডের তদন্তে হালিশহরে নীলাক্ষের বাড়িতে তদন্তকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ভবনে স্মোক বম্ব নিয়ে হানার ঘটনায় নাম জড়িয়েছে হালিশহর জেটিয়া থানার নান্না রোড এলাকার বাসিন্দা কলেজ ছাত্র নীলাক্ষ আইচের। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে সংসদ ভবনে হামলার সেই দৃশ্য হোয়্যাটস্যাপে সর্বপ্রথম নীলাক্ষকে পাঠায় ধৃত মূলচক্রী ললিত ঝা। কলেজ পড়ুয়া নীলাক্ষের দাবি অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি সেমিনারে লতিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সোমবার বিকেলে নীলাক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হালিশহরে আসেন দিল্লি থেকে আগত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

দু'জনের প্রতিনিধি দল। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের দুই আইবি অফিসারও। টানা একঘণ্টা কলেজ পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। যদিও তদন্তকারীরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি। তবে নীলাক্ষের বাবা নীলয় আইচ এদিন সাংবাদ মাধ্যমের ওপর ভীষণ চটে যান। তাঁর দাবি, তদন্তকারীরা সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন।

সোমের সকাল থেকে অবশেষে স্বাভাবিক হল মেট্রো পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর-দমদমের লাইনে কেন সমস্যা?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর এবং দমদমের মধ্যে মেট্রো পরিষেবায় বিভ্রাট ঘটেছিল রবিবার দুপুরে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হলেও, সমস্যার সমাধান করে রবিবার আর মেট্রো চালানো সম্ভব হয়নি দক্ষিণেশ্বর-দমদমের মধ্যে। তবে সোমবার সকাল থেকে স্বাভাবিক হল মেট্রো পরিষেবা। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এদিন সকালে জানানো হয়, দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া রুটে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১টা ৫২ মিনিট থেকে দক্ষিণেশ্বর ও দমদমের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা স্তব্ধ হয়েছিল। থার্ড রেলে বিদ্যুৎ পরিষেবার বিঘ্নতেই এই বিপত্তি ঘটে। এর পর মেট্রো রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরও রবিবার চালু হয়নি মেট্রো। এর পর রবিবার রাতভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলে। এর জেরে রবিবার বাতিল করা হয় ৮০টি ট্রেন। যা কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে বেশ নজিরবিহীন ঘটনা। সারারাত কাজের পর ওই বিভ্রাট সামাল দেওয়া হয়।

তবে বারবার দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ায় এই বিপত্তির কারণ সম্পর্কে সামনে এসেছে সাম্ভাব্য কিছু

কারণ। যার মধ্যে প্রথমত মনে করা হচ্ছে, থার্ড লাইন ত্রুটিপূর্ণ। অনেক জায়গায় এমন ভাবে ত্রুটি হয়ে রয়েছে, যে কারণে মাঝে মধ্যেই বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটছে। দ্বিতীয়ত, থার্ড লাইন আগেও বেশ কয়েকটি জায়গায় নিজের জায়গা থেকে সরে গিয়েছে বা ভেঙেছে। কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে মেরামত না করেই মেট্রো পরিষেবা শুরু করে দিয়েছে। যে কারণে এই দু'দিনের বিপর্যয় বড় আকার নিয়েছে। তৃতীয়ত, দমদম থেকে মেট্রোর লাইন দক্ষিণেশ্বর এর দিকে যাওয়ার সময় অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। সেখানে যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে মনে করছেন মেট্রোর আধিকারিকরা। চতুর্থত, নির্দিষ্ট করে নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর, এর মাঝেই কেন বিপর্যয়, তা নিয়ে কোনরকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নেই। ফলে বিপর্যয়ের কারণ বেরিয়ে আসছে না সঠিকভাবে। পঞ্চমত, থার্ড লাইন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বারবার সরে গিয়েছে। তাতেই বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটছে। কিন্তু বারবার যে অংশে সরছে, সেখানে খতিয়ে না দেখে গোটা থার্ড লাইনের অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাতে সঠিক রোগ বের করে আনা দুষ্কর হচ্ছে।

৯০ বছরেরও পুরনো সালদানার কেক এখনও বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বড়দিনের মরসুম মানেই ভালো কেকের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঢুঁ মারা। এই শহরের আনাচ-কানাচে রয়েছে এমন অনেক বেকারি যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। তেমন একটি গোয়ানিজ বেকারি সালদানহা বা সালদানা।

কলকাতার কেকপ্রেমীদের অনেকেই শীতের মরসুম এলে পছন্দের তালিকায় রাখেন সালদানাকে। গত শতাধীর গোড়ার দিকে গোয়া থেকে কলকাতায় আসেন সালদানহা দম্পতি, উবেলিনা এবং ইগনেসিয়াস সালদানা। ১৯৩০ সালে এই বেকারি শুরু হয় উবেলিনা সালদানার হাত ধরে। যোগ্য সঙ্গত দেন তাঁর স্বামীও। এরপর ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে কলকাতা শহরে কেকের ব্যবসা করছে সালদানা পরিবার। চার প্রজন্ম এই কেক ব্যবসার সাক্ষী। এখনও তাঁরা বড়দিন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী কেক তৈরি করেন ঠিক একই ভাবে। কাঠের জ্বালানির আঁচেই তৈরি হয় ওয়ালনাট কেক, যার স্বাদ পেতে বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে ভিড় জমান এখানে।

১৯৩০ সালের প্রেক্ষপটে বিচার করলে সেই সময় বেকারির ব্যবসায় একজন মহিলার আসা সহজ কাজ ছিল না। এদিকে উবেলিনার বেকিং আর কেক তৈরির প্রতি ছিল এক তীব্র প্যাশন। শুধু তাই নয়, দারুণ ভাল কেক বেক করতে পারতেন তিনি। জানতেনও অনেক কিছু।

অদম্য উৎসাহ থেকে বেকারি আর কেকের ব্যবসা শুরু করে এই গোয়ানিজ পরিবারটি। তবে তখন বাড়ি বাড়ি কেক পৌঁছতে হত। বক্সম্যানরা সালদানহার কেক পৌঁছে দিতেন কেকপ্রেমীদের কাছে। ধীরে ধীরে এইভাবেই জনপ্রিয় হয় সালদানহা বেকারি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কেক ব্যবসার মালিকানা যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাঁধে। উবেলিনা সালদানার ছেলের বউ মোনা এই ব্যবসার হাল ধরেন উবেলিনার মৃত্যুর পরে। বর্তমানে এই ব্যবসার হাল ধরেছেন মোনার নাতনি আলিশা আলেকজান্ডার, সঙ্গে আছেন মা ডেবরা। চার প্রজন্ম ধরে মহিলারাই এই কেকের ব্যবসা সামলে আসছেন। এখানে একটা কথা বলতেই হয় ডেবরা সম্পর্কে। ডেবরা প্রথমে বেকারির ব্যবসায় ছিলেন না। সতেরো বছর ব্যাঙ্কে কাজ করার পর আসেন বেকারিতে। কারণ, তাঁর ইচ্ছে পারিবারিক ব্যবসার সুনাম এবং খ্যাতির ট্রাডিশনকে বজায় রাখা। এদিকে বাবা ডেনজিলের কাছে হাতেকলমে সব শেখেনও। অন্যদিকে লন্ডন থেকে পেস্ট্রি শেফের উপর ডিপ্লোমা কোর্স করে কলকাতায় ফিরে আসেন ডেবরার মেয়ে আলিশা। মা-মেয়ে মিলে নিত্যনতুন কেক বানাচ্ছেন যার চাহিদাও রয়েছে কলকাতার বাজারে। সালদানা বেকারিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পরিবারও ৪ দশক ধরে এই বেকারির সঙ্গেই যুক্ত। এই মুহূর্তে তৃতীয় প্রজন্ম ডেনজিল-কন্যা ডেব্রা আলেকজান্ডার এবং চতুর্থ প্রজন্ম ডেব্রার কন্যা আলিশার হাত ধরে প্রায় ৯৩ বছরের কেকজীবনে সালদানার বেকারি প্রাজ্ঞ এবং পরিণত। আরও বেশি করে যেন হয়ে উঠেছে বঙ্গ জীবনের অঙ্গ। সালদানার কেকের মধ্যে ফ্রুট কেক খ ুব জনপ্রিয়। আপেল টার্ট , লেমন টার্ট , জ্যাম কুকি, কাপকেক, হার্ট কেক, ফ্রেঞ্চ ম্যাকারুন , অপেরা কেক স্লাইজ, চকোলেট বোট, চিজ কেক সালদানার জনপ্রিয় কিছু কেক।

সালদানা বেকারি যেন দিচ্ছে এক এক সর্ব ধর্মের সমন্বয়ের বার্তাও। কারণ, কেক তৈরিতে হাত মিলিয়েছেন হিন্দু-মুসলিম-ধর্মাবলম্বী সব মানুষই। আক্ষরিক অর্থেই সর্ব ধর্মের সমাহার দেখা যায় এই সালদানহার বিশাল কর্মকাণ্ডে। এমনকি কোভিডের মতো মহামারির সময়েও থেমে থাকেনি সালদানা বেকারি। হোম ডেলিভারি প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন কেক থেকে শুরু করে ব্রেড, বার্গার, গার্লিক ব্রেড, মশালা ব্রেড ডেলিভারি করেছেন সর্বত্র। ওই সময় বাড়িতে কাজের লোক ছিল না অনেকেরই। ফলে এমন খাবারের চাহিদা ছিল যা খেলে বাসনকোসন ধোয়ার ঝামেলা থাকে না। ফলে তখ ন সালদানহা বেকারিই যেন 'মসিহা' হয়ে ওঠে অনেক পরিবারের কাছেই। রকমারি কেক, প্যাটিস, পেস্ট্রির জন্য সুখ্যাত এই বেকারির বয়স নব্বই ছাড়িয়ে গেলেও সংস্থায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি বিন্দুমাত্র। বড়দিনের আগে কেকে প্রাশ্চাত্যের ছোঁয়া পেতে হলে সালদানহার কেক না খেলে যে 'বড় মিস' সেটা এক কথায় বলাই যায়।

শহরের চার রুটেই চলবে ট্রাম, হাইকোর্টে হলফনামা দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্তমান পরিস্থিতিতে শহরের চারটি রুটেই ট্রাম চালানো যাবে। হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানাতে চলেছে রাজ্য সরকার। যে চারটি রুটে ট্রাম চালানো সম্ভব সেগুলো হল, বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট- ধর্মতলা, ধর্মতলা-শ্যামবাজার ও খি দিরপুর-এসপ্ল্যানেড।

শহরে যাতে ট্রাম চলাচল করে সেই দাবিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। কোর্টের তরফেও শহরের ঐতিহ্য ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখ তে রাজ্যকে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। এই অবস্থায় জানা গিয়েছে, শহরের কোন কোন রুটে ট্রাম চলবে তা নিয়ে গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র তথা পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। ফিরহাদ হাকিম জানান, শহরের কোন কোন রুটে ট্রাম চালানো সম্ভব তা খতিয়ে দেখার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

ইনসাফ যাত্রায় বাম আমলে বন্ধ কারখানা নিয়ে প্রশ্ন এড়ালেন মিনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বাম যুব সংগঠনের ইনসাফ যাত্রা। কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা রবিবার গভীর রাতে কাঁচড়াপাড়ায় পৌঁছয়। সোমবার সকালে কাঁচড়াপাড়া থেকে ঘোষপাড়া রোড ধরে নৈহাটিতে প্রবেশ করেন সংগঠনের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা মিনাক্ষী মুখে াপাধ্যায়কে স্বাগত জানান। তবে শিল্পাঞ্চলের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাম জমানায় বন্ধ হওয়া কলকারখানা

নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অবশ্য কথা ঘুরিয়ে দেন তিনি। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সাফাই, বাংলার মাটিতে যেভাবে শিল্প ও কলকারখানা ধুঁকছে তার দায় রাজ্যের তৃণমূল ও দেশের বিজেপি সরকারের। নেত্রীর সংযোজন, 'ইনসাফ সাধারণ মানুষ দেবে। সরকার না-ইনসাফি করেছে। তার বিরুদ্ধে মানুষ ইনসাফি দেবে।' নৈহাটি থেকে ঘোষপাড়া রোড ধরে এদিন বিকেলে কাঁকিনাড়ার আর্য সমাজ মোড়ে এসে পৌঁছয় ইনসাফ যাত্রা। স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দলীয় নেত্রীকে স্বাগত জানান। এরপর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বাম নেত্রী মিনাক্ষী বলেন, 'এখানে গুন্ডাদের সঙ্গে আপনারা লড়ছেন। কিন্তু গুন্ডাদের সঙ্গে পুলিশ ও তৃণমূলিরা যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। তবে বেঁচে থাকার জন্য কর্মীদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে সরকারকে

ব্লক থেকে জেলা হাসপাতাল, জেলা থেকে কলকাতা; নিশ্চয়ই যথাযথ বিবেচনা করেই প্রসূতিকে চিকিৎসকগণ রেফার করে থাকেন। হয়তো স্ত্রীরোগ বা অ্যানাস্থেশিয়া বিশেষজ্ঞ নেই, অন্যান্য পরিকাঠামো ঠিকঠাক নেই, তবু যত দোষ 'নন্দ ঘোষ' সেই ডাক্তারবাবুরাই। আমাদের মতো অনটনের দেশে ব্লক স্তরেও স্পেশালিটি হাসপাতালের সুব্যবস্থা থাকবে, সেটা প্রত্যাশা করা বাড়াবাড়ি। এ কথা ঠিক যে, রেফার করার ফলে অনেক সঙ্কটাপন্ন রোগী সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তবু এটা মানতে হবে যে, রোগীর স্বার্থেই মূলত রেফার করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু কথা হচ্ছে, রেফার করা রোগী সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছতে পারবে, সেখানে যথাযথ চিকিৎসা পাবে, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? বাস্তবে দেখা যায় ব্লক, মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা স্লিপ রোগীর পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে সেই হাসপাতাল দায়মুক্ত হয়ে যায়। রোগীর নিকটজনেরা (যদি থাকে) অসহায় ভাবে, টেনশনের বোঝা নিয়ে রেফার-করা হাসপাতালে পৌঁছলে বহু ক্ষেত্রে দেখেন, সেখানে বেড খালি নেই, কিংবা সেখানেও চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। আবার অন্যত্র রেফার, কিংবা কিছু না বলে বিদায় করে দেওয়া। রেফার করার আগে এক বার দেখা হয় না, রোগীকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো লোকবল, অর্থবল আদৌ আছে কি না পরিবারের। সর্বোপরি, রেফার করা হচ্ছে যে হাসপাতালে, সেখানে সেই সময় বেড খালি আছে কি না, এবং চিকিৎসা পরিকাঠামো আছে কি না। রেফার কেন করলেন, কিংবা রেফার হয়ে আসা রোগীকে কেন ভর্তি নিলেন না, এ সব বলে ডাক্তারবাবুদের ধমকে দেওয়া যায়, কারণ ডাক্তাররা সর্বদাই সফট টার্গেট। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হয় না। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের ফাঁকি দেওয়া, গাফিলতি ইত্যাদির হাজারও নজির নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তাররা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করলেও মুখ্য সমন্বয়ের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ, এই ডিজিটাল টেকনোলজির যুগে সমন্বয় সাধন এমন কিছু জটিল ব্যাপার হওয়ার কথা নয়। ডাক্তারদের ধমক-চমক এবং দোষারোপ বাদ দিয়ে এখনই যেটা ঘোষণা করা উচিত তা হল, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রোগী হাসপাতালে এলে তাঁর দায়িত্ব সেই হাসপাতালকেই নিতে হবে। রেফারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই রেফার হবে, কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্বও সরকারি ভাবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে নিতে হবে। বাঁকুড়া বা বহরমপুরে প্রসূতির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার পরিকাঠামো না থাকলে তার দায় রোগীকে নিতে হবে কেন? নাগরিক হিসেবে তাঁকে চিকিৎসা প্রদান করা, এবং দরকারে অন্যত্র পৌঁছে দিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

শাশ্বত কথা

অবধূত পাপ পুণ্যের অতীত

যাহার দেহের প্রতি আসক্তি আছে তাহার ধনের প্রতিও আসক্তি থাকে। আর যাহার ধন আছে সে অধিকতর সুখ ভোগের আকাঙক্ষায় পুণ্যকর্ম করে। কিন্তু যোগী অবধূতের , দেহের প্রতি , দেহের সুখের প্রতি, আসক্তি না থাকায়, পাপ বা পুণ্য কিছুই নাই। অর্থাৎ যোগী অবধূতের ভোগ সুখকামনা না থাকায় তিনি পাপ বা পুণ্য কর্ম-কোনটাই করেন না। গ্রহনক্ষত্রাদিরও বিচ্যুতি, বিচলন, হইতে পারে। কিন্তু সাধুপুরুষের বাক্য বিচলিত বা ব্যর্থ হয় না। সজ্জনগণের বাক্য অমোঘ। দুইটি জিনিস একই সঙ্গে হইতে পারে না- ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি যদি চাও তো তাহাই মিলিবে, আর ভগবানকে যদি চাও তো ভগবানকে পাইবে, একটিই হইবে।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রতিভা পাতিল

১৯৩৪ ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের জন্মদিন।
১৯৬৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নয়ন মোঙ্গিয়ার জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

বারুইপুর বা সিঁথির মোড়, শীত মানেই সার্কাস

প্রদীপ মারিক

শীতের শহর-শহরতলী থেকে গ্রাম বাংলায় ছোট থেকে বড় সকলের মনে উন্মাদনা নিয়ে হাজির হয় সার্কাস। বাঘ সিংহ নেই তো কি হয়েছে, হাসির রাজা জোকার, জিমন্যাস্টিকস তো রয়েছে। মুখ নয় মুখোশটাই দেখতে আসে দর্শকেরা। যে মুখোশ হাসবে, হাসাবে। যে লালমুখো নাকওয়ালা মুখোশ দেখেই সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়। কেউ তাদের বলে লিলিপুট, কেউ জোকার। বারের খেলায় ঝুলতে ঝুলতে জোকারের দুটো তিনটে চারটে প্যান্ট খুলে যায়। তাই নিয়ে দর্শক আসনে কচি কাঁচাদের কত আনন্দ। আর তিনটে চারটে জোকার ছুটতে ছুটতে চাপাস চাপাস করে এ ওকে ব্যাট দিয়ে মারছে। তার কি মজা। সবাই হাসি, আনন্দে লুটোপুটি খায়। শৈল্পিক জিমন্যাস্টিকস এমন এক প্রকার খেলাধুলা যাতে শারীরিক ব্যায়ামের সাথে প্রয়োজন ভারসাম্য, শক্তি, নমনীয়তা, চঞ্চলতা, সমন্বয়, শৈল্পিকতা এবং সহনশীলতা প্রদর্শণ। জিমন্যাস্টিকস প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারা ব্যবহৃত ব্যায়াম থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার মধ্যে একটি ঘোড়ায় আরোহণ এবং নামানোর দক্ষতা এবং সার্কাসের পারফরম্যান্স দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার্কাস খেলোয়াড়রা নৈপুণ্যতায় জিমন্যাস্টিকসে অংশ গ্রহণ করে। প্রায়শঃই একদল জিমন্যাস্ট দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় অন্য দল তাদের ঘাড়ে অবস্থান নিয়ে পিরামিডের ন্যায় স্থাপত্যকলার প্রতীকিচিত্র অঙ্কন করেন। আগুনের গোলকে ঝাঁপ দিয়ে অন্য প্রান্তে চলে যান কিংবা শূন্যে কোন কিছু নিক্ষেপ করে ধারাবাহিকতার সাথে দু'হাত পরিচালনা করেন। দর্শকদেরকে হাসানোর জন্যে ভাঁড় বা ক্লাউন মজার মজার বিষয়াবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। শুরুতে ক্লাউনেরা ভীষণ দুষ্টুমী করেন ও পরবর্তীকালে তারা তাদের চাতুর্য্যতা প্রদর্শন করেন। দেশের মানুষ সার্কাস দেখতে ও দেখতে পছন্দ করে। সার্কাস এমন একটি মঞ্চ, যেখানে দেশ ও বিশ্বের সমস্ত শিল্পী তাদের জীবনকে হাতের তালুতে রেখে একটি আশ্চর্যজনক কীর্তি দেখান। শঙ্করণের জেমিনি সার্কাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই 'মেরা নাম জোকার' ছবি বানিয়েছিলেন রাজ কপূর। শঙ্করণের রাশি ছিল মিথুন। তারই ইংরেজি অর্থ অনুযায়ী সার্কাসের নাম দেন 'জেমিনি সার্কাস'। ১৯৫১ সালের স্বাধীনতা দিবসের দিন গুজরাতের বিলিমোরায় জেমিনি সার্কাসের প্রথম শো হয়েছিল। প্রথম শোয়ের পরই জেমিনির নাম মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়কালকে ভারতীয় সার্কাসের স্বর্ণযুগ বলে মনে করেন অনেকে। জেমিনি এমনই রমরমিয়ে ব্যবসা করছিল যে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য চার্টার্ড বিমান ব্যবহার করতেন শঙ্করণ এবং তার দল। অনেক সময় সার্কাসের দল নিয়ে যাতায়াতের জন্য বিশেষ ট্রেন ভাড়া করতেন শঙ্করণ। সেই সময় ভারতের তথা বিশ্বের হেন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, যিনি জেমিনির তাঁবুতে পা দেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন জহরলাল নেহেরু, লর্ড মাউন্টব্যাটেনস, মার্টিন লুথার কিং, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজি দেশাই এবং ভি কে কৃষ্ণ মেনন প্রমুখ। বাঙালি মানেই নাকি অলস, পরিশ্রমবিমুখ, ভীতু ও দুর্বল এই বদনাম ভেঙ্গে ফেলেন প্রিয়নাথ বসু। 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয়নাথ বসুকে বাংলার সার্কাসের জনক বলা হয় তবে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' বাংলার প্রথম সার্কাস দল ছিল না। বাংলার প্রথম সার্কাস দল প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র তার প্রতিষ্ঠিত সার্কাস দল ছিল 'ন্যাশানাল সার্কাস। কলকাতায় বাঙালির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা প্রথম স্বদেশি সার্কাসের নাম হল 'ন্যাশনাল সার্কাস' (১৮৮৩)। নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত এই সার্কাসটি অবশ্য বেশিদিন চলেনি। 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' এ বাঙালি ক্রীড়াবিদ, পরিচালক, পশু-শিক্ষক, অশ্বারোহী ও বাঙালি মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়া, বাঘের খেলা ও ট্র্যাপিজের খেলা দেখাতেন এই দলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুশীলা সুন্দরীর বাঘের সঙ্গে খেলা তিনি হলেন প্রথম বাঙালি নারী যিনি সার্কাসে বাঘের সাথে প্রথম খেলা দেখান বাঘের খাঁচাতে ঢুকে রীতিমতো বাঘের সাথে কুস্তি শুরু করে দিতেন তিনি বাঘের গর্জন থামানোর জন্য বাঘের মুখে তিনি মাথা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতেন, শুধু তিনি নয় তার বোন কুমুদিনীও বাঘের খেলা দেখাতেন। সুশীলা সুন্দরী বা কুমুদিনীই নয়, আরো অনেক উদাহরণ ছিল 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' এ। যাদের হাত ধরে দেশীয় সার্কাসে নবজাগরণ ঘটেছিল বাঙালি পুরুষ বাদলচাঁদ বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতেন মৃন্ময়ী দেবী হাতির পিঠে বসে বাঘের সঙ্গে খেলা করতেন বাঙালি পারেনা পৃথিবীতে এমন কাজ নেই। 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' পরাধীন ভারতে বাঙালির মেরুদণ্ড সোজা করার চেষ্টা করেছিল। 'বাঙালির সার্কাস' নামে একটি বাংলা বইতে এই সার্কাস বাঙালি যুবকরা ব্যায়াম করে সুঠাম হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৮৬৬ সালে আহিরিটোলায় জন্মেছিলেন ব্যায়ামবীর কৃষ্ণলাল বসাক। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী শোভারাম বসাকের বংশধর। ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চায় ছিল অদম্য আগ্রহ। সিমলেপাড়ার কুস্তির আখড়াতে তার যাতায়াত ছিল। প্রিয়নাথ বসুর সঙ্গেও তার পরিচয়ও ছিল। কিন্তু গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে তিনি যোগ দেননি। মাত্র সতেরো বছর বয়সে শোভাবাজার রাজবাড়িতে কসরত দেখিয়ে নাম কেনেন কৃষ্ণলাল। তবে গোড়াতেই নিজে সার্কাসের দল না খুলে যোগ দিয়েছিলেন সাহেবদের সার্কাসে। সেখানে নামডাক হওয়ার পর গ্রেট ইন্ডিয়ানে এসে ইয়োরোপীয় পশু-প্রশিক্ষক এস ও অ্যাবেলের কাছে শিক্ষানবিশ থাকার পর ১৯০০ সালে এক ইয়োরেপীয় সার্কাস দলের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরলেন কৃষ্ণলাল। প্যারিসে খেলা দেখিয়ে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করলেন। জাগলিং, প্যারালাল বার, ফ্লাইং ট্র্যাপিজ, জাপানি টপ স্পিনিংয়ের এমন খেলা দেখে সাহেবদেরও চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! আর পায় কে? দেশে ফিরে এসেই কৃষ্ণলাল খুলে বসলেন তার নিজস্ব দল, 'দ্য গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস', যা 'হিপোড্রোম সার্কাস' নামেই বেশি বিখ্যাত হয়। তবে এই দলেরও মূলে কিন্তু ছিল সেই জাতীয়তাবাদী চেতনা। মতিলাল নেহরু কৃষ্ণলালের খ্যাতির কথা শুনে তাকে নিয়ে যান নিজের শহর এলাহাবাদে, খেলা দেখাতে। কৃষ্ণলালের কোষাগার ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। তিনি একের পর এক নামীদামি খেলোয়াড়কে আনতে শুরু করেন নিজের দলে, যার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত নামটি হল ভবানীচরণ সাহা ওরফে ভীমভবানীর। ভীমভবানী এর আগে রামমূর্তি নাইডুর দক্ষিণ ভারতীয় সার্কাসে কাজ করে প্রভূত নাম কিনেছিলেন। শোনা যায় ভীম নাকি দাঁত দিয়ে তিনটে মোটরগাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারতেন। চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের উপর তুলতে পারতেন একসঙ্গে তিনখানা হাতি! এহেন ভীমভবানীকে নাইডুর সার্কাস থেকে হিপোড্রোমে ভাঙিয়ে আনলেন কৃষ্ণলাল। শুধু ভীম নয়, এ রকম অন্তত শ'দেড়েক বাঙালি যুবককে হিপোড্রোমে কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণলাল গ্রেট বেঙ্গলের মতোই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চষে ফেলতে লাগল হিপোড্রোম। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালাক্কা, জাভা, সুমাত্রা. চিন, জাপানে একের পর এক শো করতে লাগলেন কৃষ্ণলাল। ইয়োরোপ থেকে রোকোকো নামে এক ক্লাউনকে ভাড়া করে আনলেন। তখনকার দিনে তার বেতন ছিল মাসে আটশো টাকা। বাংলা আর ইংরিজি মিশিয়ে এক খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে দর্শকদের মধ্যে হাসির হররা উঠিয়ে দিতেন রোকোকো। প্রিয়নাথের মতো কৃষ্ণলালও তার বিদেশভ্রমণ নিয়ে একখানা অতি সরস বই লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, 'বিচিত্র ভ্রমণ'। কোনো এক মরণ গম্বুজের ভেতরে বাইক নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে তিনজন মানুষ, উঁচু জায়গাতে দড়ি ধরে ঝুলে খেলা দেখাচ্ছে একদল যুবক যুবতী। এসব দৃশ্য একমাত্র ধরা পড়ে সার্কাসে। চড়ক-গাজনের মত প্রাচীন উৎসব ছিল সার্কাস সৃষ্টির আগে বাঙ্গালী উন্মাদনা। সার্কাস মানেই প্রতি মুহূর্তে বিপদ। একটু অসাবধানতা হলেই ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। পাঁচ টন ওজনধারী মেরি ছিল একটি এশিয়ান মেয়ে হাতি। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সালে সেই সার্কাস শোতে রেড অ্যান্ড্রেজ নামে একজন হোটেল কর্মচারীকে হাতির প্রধান ট্রেনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন অদক্ষ ট্রেনের। রেড অ্যান্ড্রেজ ১২ সেপ্টেম্বর কিঙ্গপোর্ট টেনেসিতে মেরির আঘাতে মারা যান। ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে মেরিকে ২,৫০০ লোকের সামনে যাদের বেশিরভাগই ছিল শিশু, একটি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ক্রেনের সাথে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সার্কাসের ইতিহাসে যা খুবই বেদনাদায়ক। হাতির মত এক প্রাণীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া! ১৮৭২ সালের ৩ জানুয়ারি বুধবার থমাস ম্যাকার্ট একজন লায়ন টেমার হিসেবে তার জীবনের শেষ পারফর্ম করেন ল্যাঙ্কাশায়ারের বল্টনে। তিনি সে সময়ের একজন বিখ্যাত, সাহসী ও বেপরোয়া একহাতি লায়ন টেমার ছিলেন। সার্কাসে পারফর্মেন্সের সময় টাইরেন্ট নামের একটি সিংহ হঠাৎ থামাসকে আক্রমণ করে। তার দেখাদেখি আরও তিনটি সিংহ এসময় থমাসকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করে এবং পাঁচ হাজার দর্শকের সামনে থমাসের মাথার খুলি শরীর থেকে আলাদা করে ফেলে। সজ্ঞানে থাকা অবস্থায় থমাস প্রাণপণ চেষ্টা করেন নিজেকে সিংহদের কাছ থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু তার সেই চেষ্টা বৃথা যায় এবং তিনি শো চলাকালীন মৃত্যুবরণ করেন। এত কিছুর মধ্যেও সার্কাস আছে সার্কাসের ভূমিকায়, জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা কষে মানুষকে আনন্দ দিতে। হিন্দি সিনেমার বাদশা শাহরুখ খানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সার্কাস টিভি সিরিয়াল থেকে। ১৯৮৯ সালে ডিডি ন্যাশনালে সম্প্রচারিত সার্কাস দল সম্পর্কিত এই ধারাবাহিক পরিচালনা করেছেন আজিজ মির্জা এবং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, শাহরুখ খান, আশুতোষ গৌরীকার। সার্কাস কেবল বিনোদনের মাধ্যমই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অনুভূতিও। তার জলজ্যান্ত প্রমান রাজ কপূরের 'মেরা নাম জোকার'। যে ছবির নাম শুনলেই আমরা আনমনে গুনগুনিয়ে উঠি, জিনা য়হাঁ, মরনা য়হাঁ...

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষ নিন

দেবজিৎ ভট্টাচার্য

বিগত কয়েক দশক ধরে দখলদার ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জাতির মুক্তি সংগ্রাম তুঙ্গে। সাম্প্রতিক কালে যে 'যুদ্ধ' শুরু হয়েছে তার হতাহতের পরিসংখ্যান আমরা কম বেশি সবাই জানি আজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় যুগে। ২০০৮ সাল থেকে টানা ২০২১ সাল পর্যন্ত জায়নবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রথম থেকে হামলা চালিয়ে এসেছিল ফিলিস্তিনিদের উপরে, তাঁদের ভূখন্ড দখল করতে। এইবার খানিক আলাদা ঘটেছে। ফিলিস্তিনি জাতি গোষ্ঠীর মুক্তিবাহী সংগঠন 'হামাস' এইবার প্রথমে হামলা চালিয়েছে। তাঁদের এই হামলা চালানোর পেছনে রয়েছে দখলদার ইজরায়েল বাহিনীর দীর্ঘদিনের শোষণ, অত্যাচার ফিলিস্তিনি জাতি ও জনগণের উপরে।

১৮৯০-এর দশকে ইহুদীবাদী কিছু বুদ্ধিজীবী মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র তৈরি করার পরিকল্পনা করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই দাবি নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল প্রথম থেকেই। কারণ ইহুদি বলতে আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝালেও, বর্তমানে ইহুদি একটি ধর্ম সম্প্রদায় মাত্র, যারা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তারা আজ আর কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠী নয়। বরং, দু'হাজার বছর আগে বর্তমানের ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বসবাসকারী যে জনগোষ্ঠী ইহুদি নামে পরিচিত ছিল, তারাই দীর্ঘ এই দু'হাজার বছরের ইতিহাসের বিভিন্ন উথাল-পাতাল পেরিয়ে ওখানে ধর্মীয় অর্থে এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রথমে রোমান এবং তারপরে পূর্ব রোমান বা বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অধীন থাকাকালীন এই অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ শুরু হয়। পরে দাস প্রথা বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইসলামিক সম্প্রসারণের সময় এই অঞ্চল আরব মিলিট্যান্ট গোষ্ঠীগুলির অধীনে চলে গেলে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরে আবার এই অঞ্চলেই জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। এইসময় ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের আরো বিভিন্ন অংশ থেকে আসা ধর্মযোদ্ধা ও প্রচারকদের প্রভাবে আবার একধরনের খ্রিষ্টীয় প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর, ১৪৯২ সালে স্পেনের গ্রানাদা ও আল আন্দালুস থেকে আগের মুসলমান মুর শাসকরা রেকনকিস্তার ধাক্কায় বিতাড়িত হলে সেখানে তাদের আশ্রিত কয়েক লক্ষ ইহুদি জনগোষ্ঠীর মানুষও পুরোপুরি বিতাড়িত হয়। ইউরোপীয় ও মুর জনগোষ্ঠীর ইহুদিরাও সেসময় এই ফিলিস্তিনি অঞ্চলের উদার মুসলমান শাসকদের বদান্যতায় সেখানেই আশ্রয় পায়। ষোড়শ শতব্দীতে সাইপ্রাস থেকে পর্তুগিজভাষী ইহুদিদের একটা অংশও অটোমান সুলতানদের ঔদার্যে এই অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি।

আজকের কট্টর জায়নবাদী মতবাদের জন্ম মধ্য ইউরোপে ১৮৯০-এর দশকে। অস্ট্রীয় সাংবাদিক টেওডোর হার্ৎসল ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁর ''ড্যের ইউডেনস্টাটদ নামক জার্মান ভাষায় লিখিত বইতে প্রথম একটি ইহুদি রাষ্ট্রের দাবি তোলেন। লক্ষ্য ছিল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা এবং স্বভাবতই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে ইহুদি ধর্মীয় মতে ঐতিহ্যশালী ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলা। প্রথম দিকে তার এই বক্তব্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত ইউরোপীয় ইহুদিদের মনে খুব একটা দাগ কাটেনি। অধিকাংশ ইহুদী ধর্মপ্রাণ মানুষেরাই এই প্রস্তাবে বিরোধিতাও করতে থাকে। যদিও সেইসময় থেকেই বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা বড় অংশ তাদের পিছনে দাঁড়াতে শুরু করে। তাদের মদতেই, জিওনিস্টদের সংগৃহীত ফান্ড ইউডিশ থেকে এবং কলোনিয়াল ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ ইনভেস্টমেন্টে ১৯০২-০৩ সালে আজকের ফিলিস্তিনের জাফাতে প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাংলো-ফিলিস্তিনি ব্যাংকও। যার লক্ষ্য ছিল, তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পিত ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তবে, তখনো ব্রিটিশরা সরাসরি একথা বলেনি। পরবর্তীতে, তারা ১৯১৭ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দখল করবার পর এ নিয়ে সরাসরি মুখ খোলে। তখন থেকেই আরব জাতি আশঙ্কা শুরু করে ব্রিটিশরা তাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে, ওই ভূমি নিয়ে এবং তারা তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু করে।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদী জাতির মানুষের উপর চূড়ান্ত হিংস্র অত্যাচার শুরু হয়। বিশেষত, নাৎসিবাদী মতাদর্শের মদতে। কুখ্যাত হিটলারপন্থী নাৎসিবাদীরা ইহুদী জাতির উচ্চবান বণিকশ্রেনীকে ধ্বংস করতে ইহুদী ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে, ইহুদী গণহত্যা ঘটায় জার্মান তথা সারা ইউরোপ জুড়ে। সেইসময় জুড়ে ইহুদীরা বিশ্বস্ত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে গণ্য করতে থাকে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নায়ক জোসেফ স্ট্যালিনকে। কারণ, ফ্যাসিস্ট নাৎসিবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেবল সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে একমাত্র সোভিয়েত। ফলতঃ, নাৎসি বাহিনীর হাতে নিপীড়িত ইহুদী জাতি সোভিয়েত শরণাপন্ন হতে থাকে। এর মাঝেও কারসাজি শুরু করে ব্রিটিশ ও আমেরিকা, তারা গোটা সময় জুড়ে ইউরোপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় সংখ্যার ইহুদীদের নাৎসিবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দেখিয়ে, ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে জমি কম পয়সার বিনিময়ে দিয়ে দিতে থাকে। এরফলে, ১৯৪৮ সালে জায়নবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই, ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে আরবীয়, ফিলিস্তিনি জাতি এই ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিছুদিনের মধ্যেই ইজরায়েলের ইহুদী গোষ্ঠীর ধর্মপ্রাণ এক অংশের মধ্যেও এই নিয়ে তীব্র বিরোধিতা শুরু হতে থাকে। তারা ত্থারেদী ইহুদীদ নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর বক্তব্য, ইজরায়েল রাষ্ট্র ইহুদী ধর্মীয় জাতি রাষ্ট্র নয় বরং এটি ব্রিটিশ ও আমেরিকার স্বার্থেই গড়ে উঠছে। এর নিজস্ব কোন ধর্মীয় জাতিগত ভিত্তি নেই। তারা আজও মনে করে ইজরায়েল রাষ্ট্র 'পাপীদের স্বার্থে গড়ে ওঠা এবং পাপীদের দ্বারাই পরিচালিত'। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, ইজরায়েল রাষ্ট্র গড়ে ওঠে জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটিশ ও আমেরিকার অনুদান এবং ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা ইহুদী বণিকশ্রেনীর টাকায়। ফলতঃ, এই রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন স্বাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা নেই। এটি মূলত ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারাই পরিচালনা হতে থাকে। প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে একতরফা ভাবে আমেরিকা ইজরায়েল রাষ্ট্রের শাসকশ্রেনীকে পরিচালনা করতে থাকে। নব্বইয়ের পর থেকে মূলতঃ ইজরায়েল রাষ্ট্র আমেরিকার একপাক্ষিক পুতুলে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৪৮-এ ব্রিটিশরা আজকের ইজরায়েল ও আরব, ফিলিস্তিনি জাতির যুদ্ধের মূল ভিত্তি স্থাপন করে, কম সংখ্যক ইহুদীদের বেশি পরিমাণে জমি দিয়ে। সেখানকার ইজরায়েলি ইহুদী এবং ফিলিস্তিনি তথা আরব জাতির মধ্যে এক নয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। আর ইজরায়েল রাষ্ট্র ব্রিটিশ ও আমেরিকার তত্ত্বাবধানে তাদের জমির পরিমাণ আরো বাড়াতে থাকে। ফিলিস্তিনিদের জীবনযাত্রার মান আরো বিপন্ন হয়ে উঠে।

অবশ্য এই বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে তাদের মধ্যে থেকেও গড়ে ওঠে একে একে মুক্তিবাহিনী - পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন ফিলিস্তিন, পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন ও পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশক ধরে বেড়ে উঠে হামাস ইত্যাদি ইত্যাদি। যারা ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

একসময় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী 'পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন ফিলিস্তিনি'দের সব থেকে শক্ত সংগঠন ছিল ফিলিস্তিনে। তারা সশস্ত্র পথেই দখলদার ইজরায়েল বাহিনীকে হটাতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে ইজরায়েল সরকার নির্বিচারে হত্যা করলে তারাও পরে 'ফিলিস্তিনি লিবারেশন অর্গানাইজেশন' এর সাথে যৌথ ভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেয় এবং ধীরে ধীরে নিজেদের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটিয়ে ফেলে। ফলে গণভিত্তিও কমতে থাকে। এদিকে, 'ফিলিস্তিনি লিবারেশন অর্গানাইজেশন' ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেও পরে, নব্বইয়ে বিশ্বায়ন-উদারীকরণের খপ্পরে ইজরায়েল রাষ্ট্রের সাথে ১৯৯৩ সালে তওআসলো চুক্তিদ মাধ্যমে 'শান্তি' পথ বেছে নেয়। যারফলে ফিলিস্তিনি জাতি এই সংগঠনে উপর থেকে পুরোপুরি মুখ ঘোরানো শুরু করে এবং নেতৃত্ব কে তবিশ্বাসঘাতকদ বলে অভিহিত করে। ফিলিস্তিনে এই গোটা সময় জুড়ে এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান দেখা যায়। যার মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠে হামাস, ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। এই সংগঠনের বর্তমান দাবি ইজরায়েলের রাষ্ট্রের হাত থেকে ফিলিস্তিন কে মুক্ত করা হলেও, মূল লক্ষ্য ফিলিস্তিন কে মুসলীম রাষ্ট্র বানানো। এই সংগঠনের মাদার পার্টি বলা হয়, মিশরের ব্রাদারহুড পার্টি কে। যাদের কে ইউরোপ-আমেরিকা জঙ্গি সংগঠন বলেই অভিহিত করে থাকে। ফলতঃ, তারা হামাস কেও আজ জঙ্গি সংগঠন বলে। কিন্তু বাকি সংগঠন গুলোর অভিযোগ, ধর্মীয় হামাস বাহিনীকে গড়ে তোলার পিছনে হাত রয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকার। ফিলিস্তিনি জনগণের ভেতরকার ধর্মীয় চেতনার বিকাশ লাভ করাতে। তবুও একথা সত্য যে, আজ অব্দি হামাসের কোন কার্যকলাপে প্রমাণিত হয়নি, তারা 'ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন'। এমনকি হামাস, 'টু নেশন স্টেটে'র দাবিও মেনে নেয় এবং ইজরায়েল কে তাদের ১৯৬৭ আগের অঞ্চলে ফিরে যেতে বলে। প্রস্তাব দেয়, ইজরায়েল দখল করা গাজা অঞ্চল ছেড়ে গেলে তারাও ইসলামিক ব্রাদারহুড'দের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু তা মেনে নেয়নি ইজরায়েল এবং সমস্ত চুক্তি, প্রস্তাব উপেক্ষা করেই ফিলিস্তিনিদের উপর চূড়ান্ত আক্রমন নামাতে থাকে। গাজা কে পরিণত করে এক -উন্মুক্ত কারাগারে। যারফলে, ফিলিস্তিনি জনগণের ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আজ জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়েছে। তা যেকোন সাম্রাজ্যবাদ-জিয়নবাদ বিরোধী সংগঠনের নেতৃত্বে হোক না কেন!

এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে ভূখণ্ড অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশ্বের তাবড় তাবড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলির কাছেও, তাদের খনিজ সম্পদ-মুনাফা লুঠের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনীতির নকশা বানানোর ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, বঞ্চনা, বিশ্বঘাতকতা থেকে মুক্তি পেতে আজ যে ভাবে উত্তাল হয়েছে ফিলিস্তিন বাসী, ফিলিস্তিনি বিভিন্ন মুক্তিবাহী সংগঠনগুলি- তাতে বর্তমানের দ্বিমেরু কিংবা বহুমেরু বিশ্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী, হামাস ও ইজরায়েল রাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যে দিকে বয়ে চলেছে, এর সমাপ্তি আর নেই তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির মধ্যমে। বরং, আপাতত ভাবে এই যুদ্ধের নিস্পত্তি ঘটাতে গেলে এইবার ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কে স্বীকৃতি দিতেই হবে, আমেরিকা ও তাদের পুতুল ইজরায়েল রাষ্ট্রকে। হয়তো তার জন্য আরো রক্ত বইবে আগামীর দশক ধরে। কিন্তু জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে আর দমিয়ে রাখা সম্ভব হবে না ফিলিস্তিনিদের।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রহস্যমৃত্যু ব্যবসায়ীর, কাঠ চেরাই কল থেকে উদ্ধার গলাকাটা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাঠ চেরাই-এর কল থেকে গলাকাটা অবস্থায় এক ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর গ্রামে। সোমবার সকালে কাঠের ওই কারখানায় কয়েকজন শ্রমিক কাজ করতে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমেরের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী আসে। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আবার দুর্ঘটনার তত্ত্বও উঠে আসছে। সত্যি জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সরিফুল হক (৪০)। হরিশ্চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডে তাঁর একটি কাঠের ফার্নিচারের দোকান রয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মালিওর গ্রামে সিরাজুল হকের কাঠের কলে বা কারখানায় ফার্নিচারের কাঠ চেরাতে গিয়েছিলেন সরিফুল। হঠাৎ বাড়িতে খবর আসে সরিফুলের গলাকাটা দেহ পরে রয়েছে কাঠ মিলে। ওই কলের কর্মচারীরা পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। কাঠমিলে কাঠ চেরাইয়ের কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা নাকি খুন, সে ব্যাপারে তদন্ত করছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

মৃতের এক ভাই হুমায়ুন কবীর পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সরিফুল কাঠ চেরাই করতে ওই কারখানায় গিয়েছিলেন। পরে খবর আসে মৃত্যুর। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে দুর্ঘটনায় সরিফুলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কথায়, সেই তাঁদের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ, কাঠের কারখানার মেশিনে হাত-পা কাটলে হয়তো সন্দেহ থাকত না। কিন্তু কাঠ চেরায়ের মেশিনে কী করে গলা কাটবে? হুমায়ুনের কথায়, 'আমাদের ধারণা টাকা পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলার জেরে সরিফুলকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের একাংশ জড়িত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের জানিয়েছেন, মৃতের পরিবারের লোকেরা যে অভিযোগ করেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে এটি খুন না দুর্ঘটনা, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছ। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট আসার পরই ওই কাঠ ব্যবসায়ীর প্রকৃত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা যাবে। যদিও কাঠের মিলে যে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিল তাদেরকে পাওয়া যায়নি। ওইসব কর্মরত শ্রমিকদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি মিল মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে।

দুই যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজারে পৃথক দু'টি এলাকায় দুই যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। একটি মৃতদেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপর মৃতদেহটি পুকুরপাড় থেকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। দু'টি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। তবে একটি মৃতদেহের নাম পরিচয় জানা গেলেও উদ্ধার হওয়া অপর মৃতদেহটির পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আমবাগান থেকে বস্তাবন্দি এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার খিড়কি নলপুকুর এলাকার। তবে মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাট করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া আমবাগানে বস্তায় ভরে দেহটি ফেলে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অপরটি ইটভাটা শ্রমিকের গলাকাটা মৃত শ্রমিকের নাম রিঙ্কু পাহাড়ি(২৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ইটভাটা থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে ছেলের ভর্তির জন্য দুপুর নাগাদ বাড়ি থেকে তিনি বের হন। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই মোবাইলের সুইচ অফ পাওয়া যায় বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের লোকজন আর যোগাযোগ করতে পারেনি। সোমবার সকালে বাগবাড়ি বাঁধের পাশে যুবকের গলাকাটা মৃতদেহ জলাশয়ের ধারে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। তাঁর পরিবার ও পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। দু'টি এলাকায় এই খুনের ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লেপার্ডের চামড়া সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: আবারও বড় সাফল্য বন দপ্তরের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ণবয়স্ক লেপার্ডের চামড়া সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বন দপ্তরের কর্মীরা। রবিবার গভীর রাতে তাদের মধ্যমগ্রাম থেকে চামড়া সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল বছর ৪২-এর বিশ্বেশ্বর বাগ, বছর ৪৫ উপেন্দ্র বাগ ও রাজেন নাগ, তাঁর বয়স ৩৮ বছর। ধৃতদের সোমবার বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উত্তর ২৪ পরগনার ডিএফও রাজু সরকার বলেন, 'ধৃতরা প্রত্যেকেই ওড়িশার বাসিন্দা। পূর্ণবয়স্ক লেপার্ডের চামড়াটির দাম প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। সেটি বিক্রির উদ্দ্যেশ্যেই তারা মধ্যমগ্রাম চৌমাথা এলাকায় এসেছিল। ধৃতদের জেরা করে আমরা জানার চেষ্টা করব এর সঙ্গে কারা কারা যুক্ত? কোথায় সেটি বিক্রি করত? কোথা থেকে চামড়াটি আনা হয়েছিল?'

সংসদের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সংসদে সাসপেন্ড বিষয়টি এটা বিরলতম ঘটনা, কালো দিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে। সোমবার পর্যন্ত এইরকম ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার প্রান্তিক মাঠে বসিরহাট সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যমেলা ১৩তম বর্ষে উদ্বোধন করতে এসেই এমন মন্তব্য করে কৃষিমন্ত্রী। এদিন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ মিত্র সহ বিশিষ্ট নেতারা। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাকে স্বাধীন করেছে মুখ্যমন্ত্রী। ওনার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত কংগ্রেসকে।' তৃণমূল ও কংগ্রেসের আসন রফা নিয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের মিলিটারি শাসন চলেছে, বাংলাদেশে ও শ্রীলঙ্কায় চলেছে চিনে একদলীয় শাসন চলেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার কথা বারবার বলা হচ্ছে। এটা চলতে পারে না ওদের ক্ষমতাচ্যুত হতেই হবে।' দিল্লিতে কেন্দ্রের বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী সহ ৩৩ জন বহিষ্কার প্রসঙ্গে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গণতন্ত্রে ইতিহাসে বিরল ঘটনা। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলতে পারে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে শেকড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গণতন্ত্রের কথা বলা আছে, একদিন মানুষ তাঁদেরকে ক্ষমতা থেকে নামাবেই, তার সময় আর বেশি দিন নেই।' পাশাপাশি মঙ্গলবার জোটের বৈঠক ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি আশাবাদী। এছাড়াও বুধবার দিন রাজ্যের পাওনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যের হকের টাকা আটকে রেখে বাংলাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। বলছে সারা রাজ্যে গেরুয়া রং করতে হবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, কেন করবে? যেখানে কেন্দ্র সরকার ৬০ শতাংশ দেন রাজ্য দেন ৪০ শতাংশ উন্নয়নের সেখানে কেন করা হবে এটা। এটা মানা যায় না। এছাড়াও আগামী লোকসভা ভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '৩৪ বছর সিপিএম জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে বাংলায় স্বাধীনতায় এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী লোকসভা ভোটে উনি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন দু'টি আসন কংগ্রেসের জন্য বাংলায় দেওয়ার কথা বলেছেন সেটা কংগ্রেসকে মেনে নেওয়া উচিত।'

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩১(২) অধীনে)

দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম (সিডি)	**দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৭.০৩.১৯৯৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	সিডি-র কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U51109WB1994PTC062352
৫.	সিডি রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা	২৩৫/২এ এ জে সি বোস রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩এন১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৩.১২.২০২৩
৭.	সিডি-র লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১৪.১২.২০২৩
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল** IBBI/IPA-001/IP-P02192/2020-2021/13365
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	৩৫ ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩১ ইমেল : ip.uttamtekriwal@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযত্নে ভি. সিংঘি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ৪ ম্যাঙ্গো লেন, ৭ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : ip.uttamtekriwal@gmail.com/ liquidator.deeprajvinimay@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০১.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ (কোর্ট - II) নির্দেশ দিয়েছে **দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে**।
দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৪.০১.২০২৪** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
যদি কোনও শেয়ারহোল্ডার লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, তাহলে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশনস (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) ধারা ৩৮ অধীনে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার দ্বারা জমা দেওয়া দাবিগুলি বিবেচিত হবে।

স্বা/-
উত্তম টেকরিওয়াল
লিকুইডেটর

তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P02192/2020-2021/13365
এএফএ বৈধ ০৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস- ''ঝিল মিল'', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ)-র ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি/অদাবিকৃত আছে সাত বা তার বেশি বছর ধরে।

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ (''আইইপিএফ রুলস'') সঙ্গে পঠিতব্য এবং যা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত যার বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন বা ভাঙিয়ে না থাকেন, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (''অথরিটি'')-তে যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

কোম্পানির সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে, যারা তাদের লভ্যাংশ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্থিক বর্ষ ২০১৬-১৭ (অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ) থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত আইইপিএফ আইন অনুযায়ী তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের আক্ষরিক স্বাক্ষর সহ দাবি করুন লভ্যাংশ লিখিতভাবে যেখানে উল্লেখ থাকবে ফোলিও নং(সমূহ) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(সমূহ) এবং জমা করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট। ওই আবেদনে সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, আধার কার্ড এবং একটি বাতিল করা চেক। কোম্পানি সেইসমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের নথিভুক্তকৃত ঠিকানায় জানিয়েছেন যে তাদের শেয়ার আইইপিএফে ট্রান্সফার হবে। যেসমস্ত সভ্যগণের শেয়ার আইইপিএফ খাতে হস্তান্তর হবে তার বর্ণনা কোম্পানির কাছে রয়েছে এবং তা ওয়েবসাইট www.niccoparks.com-তে পাওয়া যাবে।

আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী, যদি লভ্যাংশ সম্পর্কিত কোনও দাবি ২০ মার্চ, ২০২৪-এর আগে জমা না করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারগুলি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এই বিষয়ে আর কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। শেয়ারগুলি ট্রান্সফারের পর সভ্যগণ ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আধিকারিকদের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন। বিশদের জন্য উপরে বর্ণিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে যোগাযোগ করুন (০৩৩)-৬৬২৮৫৫২৮/১৮ অথবা মেল করুন- rahul@niccoparks.com/ ankit@niccoparks.com কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট:- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি পূর্বতন, বেলতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ- (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ই-মেল- info@rdinfotech.net

সভ্যগণকে এই সম্পর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবি করতে, যদি থাকে, অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট-কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ফোন নং ০৩৩-২৩৫০১৪৫/০১৩১/০১২৫/০০৩১
ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী রাজেশ চ্যাটার্জি, মোঃ- ৯৬৭৪৪৩৬২১০, ই-মেইল: rajesh.c@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.১২.২০২৩ সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ৩:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- ''আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭.১২.২০২৩** তারিখে **২৬,৬৩,১৪১.৩৪/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার একশো একচল্লিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী** বকেয়া তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যত সুদ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বপন রায় ও শ্রীমতী সাথী রায়**, ফ্ল্যাট নং ''৪'', ২য় তল, ''শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট'' হোল্ডিং নং ৩০১৮, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১২৪- এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে- **১৪,০৬,০০০/- টাকা**, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **১,৪০,৬০০/- টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**।

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

''শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট'' নামে একটি জি+৩ বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রায় ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের ফ্ল্যাট নম্বর ''৪'' -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক অকার্যকর শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট যে জমিতে উপরিউক্ত ভবনটি আছে এবং প্রায় ০৯.৯০ ডেসিমেল যা ০৬ কাঠাএর সমান 'বাস্তু' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল অবস্থিত এবং হরিহরপুরমৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪০, রে,সা. নং ১১৯, আরএস দাগ নং ২০৪, আরএস খতিয়ান নং-৫৮২ এর অধীনেএলআর দাগ নং ৯৫৩ এর সাথে সম্পর্কিত,এলআর খতিয়ান নং-৩০১২ এবং ৩০১৩ এর সাথে সম্পর্কিত, বারাসত পৌরসভার পৌর সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯, হোল্ডিং নং ৩০১৮, ঋষি বঙ্কিম সরণি থানা বারাসাত -এর অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, ২০১৪ সালের ২৯.০৮.২০১৪ তারিখের দলিল নং আই-০৭০০৮ দ্বারা নিবন্ধিত, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং ৪৫, পৃষ্ঠা ১৬২২ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত ২০১৪ সালের বিয়িং নং ০৭০০৮ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছে, এডিএসআর বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গে।
সম্পত্তি (ফ্ল্যাট) চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:
উত্তরে- সিঁড়ি কেস; **পশ্চিমে**- খোলা আকাশ; **দক্ষিণে**- খোলা আকাশ; **পূর্বে** - ফ্ল্যাট নং ৫।
সম্পত্তি (জমির প্লট) চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: **উত্তরে**- কুশল হর; **দক্ষিণে**- কমন রোড, **পূর্বে**- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; **পশ্চিমে**- কাঞ্চন কুণ্ডু।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৩.১২.২০২৩ | দখলের ধরণ: বাস্তবিক

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল দেখুন https://ibapi.in

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ১৯.১২.২০২৩, স্থান: বিধাননগর | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বানজেটিয়া ব্রাঞ্চ
জলঙ্গি রোড ২ নং বানজেটিয়া
বানজেটিয়া, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০২
ইমেল : BANJETIA@indianbank.co.in/ Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৪.০১.২০২৪ তারিখে ২,৮৮,৫৯০.০৫ টাকা (দুই লাখ অষ্টআশি হাজার পাঁচশ নব্বই টাকা এবং পাঁচ পয়সা)** (বিবি + এমওআই = ২,১৫,০৯৬.১৩ টাকা + ৭৩,৪৯৩.৭২ টাকা) **১৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ/চার্জ সহ **শ্রী বৈদ্যনাথ দাস**, পিতা মধুসুদন দাস, গ্রাম ২ নং মণীন্দ্র নগর, মণীন্দ্রনগর - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : কাশিমবাজার, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০২ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী বৈদ্যনাথ দাস**, পিতা মধুসুদন দাস **জামিনদাতা : শ্রী বিমান কুমার দাস** পিতা বৈদ্যনাথ দাস **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম ২ নং মণীন্দ্র নগর, মণীন্দ্রনগর - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো. কাশিমবাজার, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০২ খ) বেনজেটিয়া ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন গ্রাম-মণীন্দরনগর, পো- কাশিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং হাল- ৪৮১৮, দাগ নং এলআর ২৭৬১, ২৭৬২, জেএল নং ১০২, এরিয়া - ২.০০ ডেসিমেল এবং জমির শ্রেণি-বাড়ি, মৌজা-কাশিমবাজার, মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৫১৪ তারিখ ০৮.০৭.১৯৯৬, রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার এডিএসআর-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, **বৈদ্যনাথ দাসের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** শুভজ্জ পালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মণীন্দ্র নাথ কর্মকারের সম্পত্তি, **পূর্বে :** মুকুল রানি দাসের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সোমনাথ (গোপাল) দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	২,৮৮,৫৯০.০৫ টাকা (দুই লাখ অষ্টআশি হাজার পাঁচশ নব্বই টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ২,১৫,০৯৬.১৩ টাকা + ৭৩,৪৯৩.৭২ টাকা) **১৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৪.৮৩ লাখ টাকা (*) খ) ১.৫০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB30206055806 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৪.০১.২০২৪ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৮.১২.২০২৩
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : এন-৫২৭, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০০১, যোগাযোগ : +৯১ ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭,
ই-মেল : neeljanai@gmail.com, ip.santanu@gamil.com

ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের নির্দেশ বলে এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)-দেউলিয়াগ্রস্ত লিকুইডেটর কর্তৃক নির্ধারিত দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেট ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বিক্রি করা হবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি ''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' এবং কোনও ওয়ারেন্টি এবং ইনডেমনিটিস ব্যতীত বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা রাইট২ভোট ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড- নিলাম মাধ্যমে ওয়েবসাইট : https://Right2Vote.in ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ১টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে অসীমায়িত ''৫ মিনিটের'' সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলামের শেষ সময় ৫ মিনিটের প্রতিটি ডাক নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে।
২	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	আইএনআর ৩.৬৬ কোটি টাকা
৩	সাইট পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে হবে	২৭ ডিসেম্বর ২০২৩
৪	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
৫	উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি এবং অন্যান্য বিস্তারিত :	নিময় এবং শর্তাদির নথি পাওয়া যাবে আগ্রহ প্রকাশক ডাক ই-মেল : ip.santanu@gmail.com মাধ্যমে দাখিলের পরই পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিল এবং অংশগ্রহণ মেল মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করে সম্মতির ভিত্তিতে এবং আরও বিস্তারিত জানতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্যি
লিকুইডেটর
জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.১২.২০২৩
রেজি. নং : - আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০১১৪১/২০১৮-১৯/১১৮৬৮

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, রুল ৮(১)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	শ্রী নিমাই চন্দ্র কয়াল ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতি অনিতা কয়াল (জামিনদাতা) শাখা : গোবিন্দপুর	২৭.০৯.২০২৩ এবং ১৬.১২.২০২৩	৪৬৭২০১.০০ টাকা (চার লাখ সাতষট্টি হাজার দুশো এক টাকা) টাকা **২৬.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ জমিস্থিতত পরিমাণ ৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-বামনগাছি, খতিয়ান আরএস ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭, আরএস দাগ নং এবং এলআর দাগ নং ৩৩৬৮, জেএল নং ৮৬, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, আরএস নং ৩১১, পরগনা-মাগুরা, লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত,হোল্ডিং নং ৪৫৬৪/৯ রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দান দলিল তারিখ : ০৮.১০.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, সোনারপুর বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৭, পৃষ্ঠা ১৩৮৩ থেকে ১৪০৫, **দলিল নং ৮০৯২-২০১২ সালের বাংলা দলিল সম্পত্তি শ্রী নিমাই চন্দ্র কয়াল এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** খাল, **দক্ষিণে :** সড়ক, **পূর্বে :** শিবনাথ কয়াল এর ভবন, **পশ্চিমে :** সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ১৬.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক Punjab & Sind Bank

লেক টাউন শাখা
পি২৬৪, ব্লক বি, ভিআইপি লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৮৯
ই-মেল : K0875@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) লেক টাউন ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রী অমল কুন্ডু পিতা প্রয়াত সন্তোষ কুন্ডু ২) শ্রীমতি মামন কুন্ডু স্বামী অমল কুন্ডু	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং জি-২, একতলায়,পরিমাণ ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ০২ বেড রুম, ০১ ডাইনিং তথা কিচেন, ০১ টয়লেট, এবং ০১ বারান্দা এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, সিঁড়ি, লবি, চাতাল, ছাদ, এবং অন্যান্য সকলের ব্যবহারের জায়গা ভোগ দখলের অধিকার অবস্থিত মৌজা-দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭৩, আরএস দাগ নং ৪৮০৯, আরএস খতিয়ান নং ১৪০৫, পুর হোল্ডিং নং ১৪১/১/৪, শহিদ ননী সাহা সরণি, উত্তর দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৭, থানা-নিমতা, কলকাতা -৭০০০৪৯, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট ঠিকানার স্বত্বাধিকারী নং ১ এবং ২ **অমল কুন্ডু এবং মামন কুন্ডু**, বিক্রয় দলিল নং ১৯০৪০০০৮৬, তারিখ ১১.০১.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৪, কলকাতা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুলাল চন্দ্র দাস, পশ্চিমে : দাগ নং ৪৮১০, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ এবং প্রদীপ রায়চৌধুরী।	ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ১৫,৬৬,৭৭৩.৯০ টাকা (পনের লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ তিয়াত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) লেক টাউন ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী পিতা প্রয়াত ভূপতি চক্রবর্তী ২. শ্রীমতি আরতি চক্রবর্তী স্বামী দিলীপ চক্রবর্তী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য় তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২৭ বর্গফুট ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ বাথ/প্রিভি এবং ১ বারান্দা কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সমন্বিত ''ভিক্টোরিয়া অ্যাপার্টমেন্ট'' নামে পরিচিত ভবনের, মৌজা- কালীদহ, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আরএস খতিয়ান নং ২৭৮, আরএস দাগ নং ৪৭৮৪, হোল্ডিং নং ৫১৩/৪, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২, থানা-দমদম, শহিত হেমন্ত কুমার বসু সরণি,জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, **সংশ্লিষ্ট ঠিকানার স্বত্বাধিকারী নং ১ এবং ২ দিলীপ চক্রবর্তী এবং আরতি চক্রবর্তী,** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৮৯৩ তারিখ ২৮.০৭.২০০৮, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, কাশীপুর দমদম, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া চলার পথ এবং এস এস সাহার সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** আর কে সিকদার এর জমি, পূর্বে : ১০ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং এম দত্তর ভবন, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ১০,২২,৮৫৩.১৬ টাকা (দশ লাখ বাইশ হাজার আটশ তিপান্ন টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) লেক টাউন ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রী কৌসিক কয়াল পিতা অলোক কয়াল ২. শ্রীমতি সহেলি চক্রবর্তী কয়াল স্বামী কৌসিক কয়াল	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জিবি, একতলায় , উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০৮ বর্গফুট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ''শশী ভিলা'' নামে ভবনে,মৌজা- বেলঘড়িয়া, ইপি নং ১০৯ এবং ১০৯/১, এসপি নং ১৯২, দাগ নং ৪১২৯(অংশ), জেএল নং ৩, পুর হোল্ডিং নং ১২২৩/২, প্রেমিসেস নং ১২৩, প্রফুল্ল নগর, ওয়ার্ড নং ১৮, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, **সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় স্বত্বাধিকারী সংখ্য ১ এবং ২ কৌশিক কয়াল এবং সহেলী চক্রবর্তী কয়াল,** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৫২৬০১৫৫৯ তারিখ ২৩.০৩.২০২১, অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর , বেলঘড়িয়া কলকাতা। চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং জিএ, পূর্বে : খালি জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং জিসি, এবং লিফট।	ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ১২,৭৪,০৩৫.০০ টাকা (বারো লাখ চুয়াত্তর হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) লেক টাউন ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রী শ্যাম সুন্দর সিং পিতা গোপাল সিং ২. শ্রীমতি রঞ্জিতা সিং স্বামী শ্যাম সুন্দর সিং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-১, একতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে,পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬১০ বর্গফুট কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, ছাদ, লিফট সুবিধা উক্ত ''শোভা কুঞ্জ বিহারী অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত মৌজা- লিলুয়া, জেএল নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৯০, এলআর দাগ নং ২১৫৮, হোল্ডিং নং ৪৮/এম/৫, রবীন্দ্র সরণি,থানা-লিলুয়া,হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৬ অধীন, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ, **সংশ্লিষ্ট ঠিকানার স্বত্বাধিকারী নং ১ এবং ২ শ্যাম সুন্দর সিং এবং রঞ্জিতা সিং,** বিক্রয় দলিল নং ১৯০৪১০৪৭৫ তারিখ ২৬.১১.২০১৯,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৪, কলকাতা । **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নির্মলা বালা হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে কারখানা, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : কর দের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ১৫,২৭,৪৬০.১১ টাকা (পনের লাখ সাতাশ হাজার চারশ ষাট টাকা এবং এগার পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) লেক টাউন ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রীমতি সুতপা সরকার স্বামী প্রশান্ত চন্দ্র সরকার ২. শ্রী প্রশান্ত চন্দ্র সরকার, পিতা প্রয়াত নিমাই কুমার চন্দ্র সরকার	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ৬ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১৬০৪ বর্গফুট কমবেশি ঢাকা (পরিমাণ আনুমানিক ৮০২ বর্গফুট একতলায় এবং দোতলায় পরিমাণ ৮০২ বর্গফুট) সিমেন্টের মেঝে অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১০৫, হরি মোহন চ্যাটার্জি রোড, পানিহাটি পুরসভা অধীন, মৌজা-আগরপাড়া, জেএল নং ১১, আরএস নং ৩১, তৌজি ন ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ১৪৩, আরএস দাগ নং ২৬৭, এবং এলআর খতিয়ান নং ১২৮, এলআর দাগ নং ২৬৭, পো- আগরপাড়া, থানা-খড়দা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৮ **সংশ্লিষ্ট ঠিকানার স্বত্বাধিকারী নং ১ এবং ২ সুতপা সরকার এবং প্রশান্ত চন্দ্র সরকার,** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৫২৪০০৩৫৬ তারিখ ০৩.০২.২০২০ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, সোদপুর। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক,পশ্চিমে : হরি মোহন চ্যাটার্জি রোড (১৬ ফুট চওড়া), পূর্বে রমেশ চন্দ্র পাল এবং উমেশ চন্দ্র পাল এর ভবন, দক্ষিণে : অংশত অমর রায় এবং অংশত গৌর চন্দ্র সরকার এর সম্পত্তি এবং প্রফুল্ল দাস।	ক) ৩০.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ২২,২২,০৫৯.০২ টাকা (বাইশ লাখ বাইশ হাজার উনষাট টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৯.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বেআইনি দখলদারির অভিযোগ দক্ষিণ শহরতলির ‘বড়বাজারে’!

দেবাশিস দে ● আমতলা

দক্ষিণ শহরতলির বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র বিষ্ণুপুর থানার আমতলা বাজারকে জেলার পাইকারি ব্যবসায়ীরা দক্ষিণের ‘বড়বাজার’ বলে মনে করেন। এই বাজারে ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচ হাজারের ওপর ব্যবসায়ী প্রাত্যহিক লেনদেন করেন। কিন্তু অভিযোগ, এই বাজারের আয়তন ও পরিধি এত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও এর ন্যূনতম পরিকাঠামো ঠিক নেই। এই বিষয়টা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহলে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে।

আমতলা বাজারের এক পাইকারি ব্যবসায়ী স্বপন সেনাপতির দাবি, এই বাজার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। নামকাওয়াস্তে একটা ব্যবসায়ী সমিতি আছে বটে, কিন্তু বাজার পরিচালন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সমিতির কোনও ভূমিকাই নেই। তাঁর

নেই পরিকাঠামো

অভিযোগ, ‘আমাদের বাজারে প্রাত্যহিক যে বিপুল পরিমাণে আবর্জনার স্তূপ জমা হয়, তার অপসারণের কোনও ব্যবস্থা নেই। নিকাশি নালা পরিষ্কার করা হয় না। ফলত একটু বৃষ্টিতেই সারা বাজার জলে থই থই করে।’ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আর এক ব্যবসায়ীর দাবি, সরকারি ক্ষেত্রেও এই বাজার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করার ওপর কোনও নজরদারি নেই।

স্থানীয় পঞ্চায়েত এই বাজার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না বলেও অভিযোগ। যদিও বাজারের এক ব্যবসায়ী শ্যামল দোলুই দাবি করেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট ভাবে এই সমস্ত বাজারগুলো নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিকরণের সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপর দেওয়া আছে। তথাপি তারা সেই দায়িত্ব পালন করেন না। অভিযোগ, বাজারের প্রধান প্রবেশদ্বারের পাশে আমতলা সর্বজনীন কালী মন্দির পার হলেই রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সমস্তটাই চলে গিয়েছে বেআইনি দখলদার বা হকারদের অধিকারে। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন। কোনও নিয়ম নীতির বালাই নেই। এক পথচারীর দাবি, কয়েকদিন আগে পুলিশ প্রশাসন এই বেআইনি দখলদারীদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে পড়ে সে উদ্যোগ অংকুরেই বিনষ্ট হয়।

আরও অভিযোগ, আমতলা-বাখরাহাট রোডে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে এই বেআইনি দখলদারদের দাপাদাপির পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়রামপুরবাসী সরল চট্টোপাধ্যায় একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকেই এই বাজারের বেআইনি দখলদারদের এই নিয়ন্ত্রণহীন দাপাদাপি দেখে আসছি। এদের শৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে ব্যবসার করার কোনও সদিচ্ছা নেই। রাজনৈতিক দলগুলিও এব্যাপারে কেমন যেন নির্বিকার। শুধু এই কারণের জন্যই দিন দিন এই বেআইনি দখলদারদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।’

বিষ্ণুপুর ২ ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মজনু শেখ দাবি করেন, ‘এই হকাররা যাতে সুসংঘটিত ভাবে বসে ব্যবসা করে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আমরা শীঘ্রই তৈরি করছি। যাতে পথচারী ও হকার কারও কোনও অসুবিধা না হয়।’ এছাড়া তিনি জানান, বেআইনি গাড়ি পার্কিং সম্পর্কে বিষ্ণুপুর পুলিশ প্রশাসনকে আরও কড়া অবস্থান গ্রহণ করার জন্য ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও অনুরোধ করা হয়েছে।

ভারত সরকারের হটকারী সিদ্ধান্তে সীমান্তে কোটি টাকা লোকসান পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারত সরকারের এই হটকারী সিদ্ধান্তে সীমান্তে কোটি কোটি টাকা লোকসান পিঁয়াজ ব্যবসায়ীদের। উল্লেখ, হঠাৎ করে পিঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত সরকার। ফলে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে পিঁয়াজ ভর্তি ট্রাক। ফলে পচা পিঁয়াজ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। সরকারি গোডাউন না থাকায় মোটা টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিগত গোডাউনে রাখতে হচ্ছে পিঁয়াজ। তাতেও রক্ষা করা যাচ্ছে না ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের দাবি, অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নিলে তাঁরা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বেন তাঁরা।

ভারত ও বাংলাদেশে চুক্তি ছিল পেঁয়াজ রপ্তানির। হঠাৎ নির্দেশিকা জারি হতে সীমান্তে দাঁড়িয়ে প্রায় ৫০ ট্রাক পেঁয়াজ। যার পরিমাণ প্রায় ২ হাজার টন, বাজার মূল্য ১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা। চলতি মাসের ৭ ডিসেম্বর থেকে সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকগুলি। চলতি মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পিঁয়াজ কিনে ট্রাক ভর্তি করে ঘোজাডাঙা সীমান্তে পাঠায়। ৭ ডিসেম্বর থেকে পিঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত সরকার। ফলে আইনের জটিলতায় পিঁয়াজ ভর্তি ট্রাক সেদিন থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সীমান্তে। সরকারের হটকারী সিদ্ধান্তে রীতিমতো দু’ দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

পিঁয়াজ পচন শুরু হওয়াতে শ্রমিকরা বস্তা থেকে পচা পেঁয়াজ রাস্তায় ফেলে দিচ্ছেন। বিপাকে পড়েছে দুই দেশের ব্যবসায়ী থেকে সীমান্তের খেটে খাওয়া শ্রমিকরা। একদিকে রুজি রোজগার হারাচ্ছেন, অন্যদিকে এই পেঁয়াজের পচন যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তা হলে বাজার অগ্নিমূল্য হতে পারে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী মুদাৎসার দেওয়ানের দাবি, ‘পেঁয়াজের রপ্তানি নিয়ে দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী পিঁয়াজের ট্রাক নাসিক থেকে এনে সীমান্তে দাঁড়াতেই হঠাৎ দেখলাম পেঁয়াজ রপ্তানির ওপরে নির্দেশিকা জারি করেছে ভারত সরকার যার ফলে কয়েক কোটি টাকা ক্ষতির মুখে আমরা পড়েছি। না পাচ্ছি খোলা বাজারে বিক্রি করতে। আবার না পাচ্ছি বাংলাদেশে নিয়ে যেতে। দুই দেশের সীমান্ত বাণিজ্যের আইনের জটিলতায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক কোটি টাকা ক্ষতির মুখে আমরা।’ ভারতীয় ব্যবসায়ী সুখেন্দু রায় চৌধুরীর দাবি, ‘অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নিলে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাবে, আমরা চাই সরকার পিঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক না হলে বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবে।’

রাতের অন্ধকারে পুকুর ভরাটের অভিযোগ আরামবাগে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ শহরে আবারও পুকুর ভরাট করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে গৌরহাটির মোড় ১৩ নং ওয়ার্ডের রূপবাণী সিনেমার পিছনে। এক শপিংমলের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থানীয়দের।

অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে শপিংমলের পেছনে একটি পুকুরকে অবৈধ ভাবে ভরাট করার কাজ চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুর বোজানো বন্ধ করে দেন। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। বেআইনি পুকুর ভরাট রোধে পুরসভার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট বেআইনি ভাবে জলাভূমি ভরাট মামলায় নির্দেশ দিয়েছে অভিযোগ পাওয়ার পরেও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনও পদক্ষেপ না করলে তাঁদেরকেও শাস্তির মুখে পড়তে হবে। আরামবাগ পুরসভার ৬ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পর পর বেআইনি ভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাজিপাড়ার বাসিন্দা খোকন ক্ষেত্রপাল দাবি করেন, ‘৯ কাঠা জমির ওপর পুকুরটা ছিল। ধীরে ধীরে পুকুর বুজিয়ে আবাসন, দোকানপাট গড়ে উঠেছে। প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম বলে প্রভাবশালীরা আমাদের কয়েকজনের নামে মামলা করে। গত রবিবার রাতে নতুন করে পুকুর ভরাটের চেষ্টা হলে প্রতিবাদ জানাই। অনেক লোকজন চলে আসায় ওরা পালিয়ে যায়। প্রশাসন সব জানে তারপরেও নিশ্চুপ থাকে।’

পুকুরের এক মালিক কুমারেশ দাবি করেন, ‘ডোবার কিছু অংশ ২০১৩ সালে কিনেছিলাম। ডোবা ভরাট করা হয়নি। ডোবার পাড়ের কিছু অংশে ইটের ঘেসো ও মাটি ফেলা হচ্ছিল। বেআইনি কোনও কাজ করা হয়নি।’ মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সুভাশিষ রায় বলেন, ‘এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে তদন্তকারী দলকে ওখানে পাঠানো হবে। বেআইনি ভাবে পুকুর বা ডোবাটি ভরাট হলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’

আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। পুরসভার আধিকারিকরা ওখানে গিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণ হলে পুরসভার তরফে পদক্ষেপ করা হবে।’ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘কাগজপত্রে ডোবা হিসেবে উল্লেখ আছে। আগে বড় পুকুর ছিল। শহরের ভিতরে থাকা একাধিক বড় পুকুর ডোবায় পরিণত হয়েছে। সেগুলোও রাতের অন্ধকারে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। শাসকদলের মদতে এই বেআইনি কারবার চলছে। প্রশাসনের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। সবমিলিয়ে আরামবাগের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই দিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: সোনারপুরের রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় ১৭ ডিসেম্বর সোনারপুরেরই ডিহি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০ জন দুঃস্থ নারী ও পুরুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সোসাইটির আজীবন সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রী বিনয় মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মকাণ্ডটি সুসম্পন্ন হয়।

সোসাইটির সভাপতি মাননীয় ছত্রধর বিশ্বাস, সম্পাদক শান্তিনাথ দে, সহ-সম্পাদক মলয় মিস্ত্রি, সহ-সভাপতি কল্যাণ সুন্দর গোলদার, প্রাক্তন সহ-সভাপতি স্বপন কুমার মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ সুভাষ সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অঞ্জন মণ্ডল, ক্রীড়া সম্পাদক তপন মণ্ডল সহ সোসাইটির মোট ২০ জন সদস্য সদস্যা ,স্থানীয় দাঁড়িগাছি পঞ্চায়েত সদস্য কমল মণ্ডল, স্থানীয় ডিহি পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সাবিত্রী খাঁ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাপসী মাহাতো, বনানী মৃধা, বৈশাখী মৃধা গায়েন, বিউটি মণ্ডল, সোমা রায় পাইক, বৈশাখী বৈদ্য প্রমুখ সোসাইটির মহিলা সদস্যাদের উৎসাহ ও তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

সংক্ষিপ্ত ও নান্দনিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সোসাইটির সদস্য ও সদস্যারা। এরপর আবৃত্তি পরিবেশন করে শিশু শিল্পী দিব্যাঙ্গ বৈদ্য। সোসাইটির সভাপতি সোসাইটির নানাবিধ সমাজকল্যাণকর কাজের উল্লেখ করেন এবং বিনয়বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী কমল মণ্ডল বিনয়বাবুর পাশাপাশি সোসাইটিকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক শান্তিনাথ দে সকলে মিলে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কথা বলেন। রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও বিনয়বাবুকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ডিহি র পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সাবিত্রী খাঁ।

এরপর সকল গ্রহীতা শৃঙ্খলা বজায় রেখে শীতবস্ত্র গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্যা তাপসী মাহাতো। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এবং সোসাইটির সম্পাদক মহাশয় আগামী ৭ জানুয়ারি তারিখ অনুষ্ঠিত সোসাইটির অষ্টম বার্ষিক রক্তদান শিবিরে ডিহি এলাকার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ প্রার্থনা করেন এবং জনপ্রতিনিধি সাবিত্রী খাঁকে কয়েকজন রক্তদাতা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ডিহি অঞ্চলের উপস্থিত জনগণ এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আবার যাতে করা হয় সেই আবেদন জানান।

খড়গপুরে আইআইটির সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: খড়গপুরে আইআইটির ৬৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি আইআইটির হেরিটেজ গেস্ট হাউসে পৌঁছন। আইআইটির মূল গেট দিয়ে তাঁর কনভয় প্রবেশের সময় ‘ভারতমাতা কি জয়’ স্লোগান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতিকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন খড়গপুর শহরের মানুষ। রাষ্ট্রপতি আসবেন বলে এদিন সকাল থেকে খড়গপুর শহর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। আইআইটি ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল সাজো সাজো রব। আইআইটির মূল প্রবেশপথ দিয়ে সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কলাইকুন্ডার বায়ুসেনা বিমানবন্দর থেকে খড়গপুর শহরে আসার পথে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করে। দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে কলাইকুন্ডা এয়ার ফোর্স স্টেশনে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি। সেখান থেকে কড়া নিরাপত্তায় প্রায় ১২ কিমি সড়কপথে ১২ টা ২৫ মিনিটে আইআইটি ক্যাম্পাসের হেরিটেজ গেস্ট হাউসে রাষ্ট্রপতি পৌঁছন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা ২টো ২০ মিনিটে ৬৯তম সমাবর্তনের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আইআইটির নেতাজি অডিটোরিয়ামে নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠান হয়। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

আইআইটি খড়গপুর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার ‘লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট’ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক রামচন্দ্র প্রভাকর গোকার্নের হাতে। তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এছাড়াও, ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত হন গুগলের সিইও তথা আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনী সুন্দর পিচাই, ভদ্রেশ্বর স্বামী, রবীন্দ্রনাথ খান্না এবং অজিত জৈন। এবার ৯ জন গোল্ড মেডেল এবং ২৬ জন সিলভার মেডেল পেয়েছেন বলে আইআইটি খড়গপুর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ৪০২ জন গবেষণাকারী সহ সবমিলিয়ে ৩২০৫ জনের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে রহস্যমৃত্যু মহিলার, আগুন লাগানোয় অভিযুক্ত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের বড়নীলপুরে এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ হয়ে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। মৃতার নাম রিংকি ভট্টাচার্য। বয়স আটত্রিশ। তরুণী তাঁর বাবা মায়ের কাছেই থাকতেন বছর তিনেক ধরে। তিনি টিউশনি করতেন ও পার্লারেও কাজ করতেন। প্রতিবেশীদের দাবি, তাঁর বাবাই তাঁকে গায়ে আগুন দিয়ে থাকতে পারে। প্রতিবেশী বাবাই ও বিশাল দত্তদের দাবি, সোমবার সকালে তাঁরা আগুন লাগার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন মহিলাটি জ্বলছে। তখন তাঁর বাবা-মা কান্নাকাটি করছিলেন। জল দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছিলেন। পুলিশ এসে মৃত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, প্রায়ই বাবা সুশান্ত ভট্টাচার্য মেয়েকে মারধর করতেন। তার জন্যই মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হত। ওই মহিলার একটি মেয়ে আছে। তাঁর কাছে অভিযোগ পেয়ে কয়েকদিন আগে তাঁরা দেখেন মেয়েকে বাবা বেঁধে মারধর করছেন। তখন তাঁরা পারিবারিক বিষয়টি মিটিয়ে দেন। তবে তাঁদের সন্দেহ, বাবাই ঝামেলার জেরে মেয়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বাবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

হুগলিতে স্বামী প্রণবানন্দ দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন ভারত সেবাশ্রমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেউ জন্মকাল থেকে আবার কেউ বা বয়সকালে নানা অসুস্থতার কারণে ও শারীরিক ভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পড়েন। এই সমস্ত দিব্যাঙ্গ বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের এখন থেকেই এক ছাতার তলায় থাকা এবং খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘের গ্রামীণ সেবা কেন্দ্র হুগলি জেলার সিমলাগড়ে চালু হল স্বামী প্রণবানন্দ দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংঘের কার্যকারী সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ, কলকাতার মনোবিকাশ কেন্দ্রের নির্দেশক ডক্টর অনামিকা সিনহা প্রমুখ।

সিমলাগড়ে জিটি রোডের ধারে চারতলার এই দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতনের উদ্বোধন করে সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। গ্রামেরই কয়েকটি পরিবারের সহযোগিতায় সিমলাগড়ে এই কেন্দ্রে তৈরি হল। বর্তমানে এখানে ১৬ জন অটিজম ও বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেওমেয়েকে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং অটিজম ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের চিকিৎসা ও শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ওপরেও জোর দেওয়া হবে।

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানার অধীনে রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সিমলাগড় শাখার অধ্যক্ষ স্বামী সর্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, ২০২১ সালে সিমলাগড় ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এই গ্রামীণ সেবা কেন্দ্র তৈরি হয়। তারপর থেকে বিনামূল্যে চক্ষু সহ নানা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের। সংশ্লিষ্ট গ্রামের কয়েকটি পরিবারের সহযোগিতায় এই দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী দিনে আবাসিকরা ছাড়াও যাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে দিব্যাঙ্গ ছেলেমেয়েরা এখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ পান তারও সুব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নবান্ন উপলক্ষে দেবী অন্নপূর্ণা পুজো পুরুলিয়ায়, আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আশিস বন্দোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা। অগ্রহায়ণের নতুন ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে নবান্ন উৎসব, দেবী অন্নপূর্ণার পুজো। তিথি মেনে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে শুরু হল অন্নপূর্ণা পুজো। দুর্গাপূজার মতো এখানেও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন ধরে মহা সমারোহে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয়। গ্রামের আট থেকে আশি সকলে মেতে ওঠে। পুজো উপলক্ষে বাপের বাড়ি আসেন বিবাহিত মহিলারা। যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁরাও ওই সময় ফেরেন বাড়িতে। তবে এবছর করোনা বিধি মেনেই করা হচ্ছে এই পুজো এমনটাই উদোক্তারা জানিয়েছেন।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক গ্রামে এই পুজো হয়। যার মধ্যে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো সব থেকে প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ধানাড়া গ্রামের দেওঘরিয়া ও চট্টোপাধ্যায় পরিবার একত্রে এই পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তবে এই গ্রামে অন্নপূর্ণা পুজো হয় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে। ১৮৮ বছরের পুরনো এই পূজাকে কেন্দ্র করে আছে বেশ কিছু ঘটনা।

শোনা যায়, পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজ বংশের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও নিজে এসে এই ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো শুরু করে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। রাজা খুশি হয়ে গ্রামের কয়েকটি পরিবারকে দেওঘরিয়া উপাধি দেন। পাশাপাশি দেবী অন্নপূর্ণার নামে বেশ কিছু চাষের জমিও দান করেছিলেন রাজা। ওই জমির ফসল থেকেই ফি বছর পুজোর খরচ চলত। এছাড়া এসব জমির ধান থেকে যে চাল পাওয়া যেত, তা থেকেই হত পঞ্চগ্রামের মহাভোজ।

এই মহাভোজের বৈশিষ্ট্য হল যে পরিবার যে দিন পুজোর দায়িত্ব পেত, সেই পরিবারকে সেদিন এলাকার পাঁচটি গ্রামের হাজার পাঁচেক মানুষকে নতুন চালের অন্নভোগ খাওয়াতে হত। এছাড়া জাতি-ধর্ম-পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে এই অন্নভোগ গ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে সেই প্রাচীন নিয়ম নীতি মেনেই ধানাড়া গ্রামে অন্নপূর্ণা পূজা হলেও জৌলুস অনেকটা কমেছে।

পুজো উদ্যোক্তারা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনী চট্টোপাধ্যায়, সুবল দেওঘরিয়ারা জানান, রাজার দেওয়া চাষের জমিতে চাষিরা ধান চাষ করলেও আগের মতো ধান দেন না তাঁরা মায়ের পুজোতে। তাই পুজোর সমস্ত আয়োজনের খরচ বর্তমানে তিনটি পরিবারকে বহন করতে হচ্ছে। যার ফলেই আর্থিক সংকটের কারণে হারিয়ে যেতে চলেছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ অন্নপূর্ণা পুজোর আনন্দ। উদ্যোগক্তাদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে দুর্গাপূজা কমিটিগুলিতে আর্থিক সাহায্য করেছেন, ঠিক সেই ভাবে এই প্রাচীন অন্নপূর্ণা পুজো উদ্যোগক্তাদের অর্থ সাহায্য করে এই প্রাচীন এই পুজোগুলিকে টিকিয়ে রাখুক। তবে শুধু রঘুনাথপুর মহকুমার ধানাড়া গ্রামে নয়, এই মহুকুমার নিতুরিয়া, কাশীপুর ও সাঁতুরি ব্লকের নবান্ন উৎসবে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয়ে আসছে। এবারও তার অন্যথা হয়নি।

সিঙ্গুর আন্দোলনের শহিদ তাপসী মালিকের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুর আন্দোলনের শহিদ তাপসী মালিকের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন, ‘২০০৬ সালে এই দিনে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম সারির আন্দোলনের সামিল তাপসী মালিককে এই দিনে ভোরবেলা ধর্ষণ করে খুন করে আগুনে পুড়িয়ে দেয় সিপিএমের হার্মাদরা। তাপসী মালিক ও রাজকুমার ভুলকে আমরা কোনও দিন ভুলব না। সিঙ্গুর আন্দোলনে অমর হয়ে থাকবেন, তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাপসী মালিককে জ্বলন্ত উনুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সিঙ্গুর আন্দোলন রোখা যায়নি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাপসী মালিক ও রাজকুমার ভুলের নাম সবসময় স্মরণ করেন। প্রথম যখন সিঙ্গুরের মাটিতে টাটার লোকেরা ও রাজ্য সরকারের লোকেরা আসেন, তখন তাঁদের বাধা দিয়েছিলেন তাপসী মালিক। তার ফল তাকে ভুগতে হল। আমরা প্রত্যেক বছর এই দিনে তাপসী মালিককে স্মরণ করি তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই।’

ওভারলোড লরি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতারের কামারপাড়া মোড় থেকে সোমবার দু’টি ওভারলোড বালিবোঝাই লরিকে আটক করল পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার পুলিশ ভাতারের কামারপাড়া মোড় এলাকা থেকে দু’টি ওভারলোড বালিবোঝাই লরিকে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে এবং গাড়ি দু’টিকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বেআইনি ভাবে বালি পাচার রুখতে ভাতারের বিভিন্ন রাস্তাতে আগামী দিনেও অভিযান চালানো হবে। এলাকার স্থানীয় মানুষজন ভাতার থানার পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি, কারণ ওভারলোড গাড়ি যাতায়াতের ফলে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ছে। তাই পুলিশ এই বিষয়ে আরও নজরদারি চালাক এমনটাই দাবি এলাকার মানুষের।

এগরাকে কেন্দ্র করে জেলা গঠনের দাবিতে কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, এগরা: পূর্ব মেদিনীপুরের এগরাকে কেন্দ্র করে জেলা গঠনের দাবিতে একটি কনভেনশন হল এগরাতে। এগরা প্রেস ক্লাব ও এগরা মহকুমা বইমেলার যৌথ উদ্যোগে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সোমবার এগরা স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কনভেনশন হয়। এই কনভেনশন থেকে দাবি ওঠে এগরাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলা গঠন হওয়া উচিত। পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ (মোহনপুর, দাঁতন ও বেলদা), কাঁথি, এগরা, খেজুরীকে নিয়ে দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলা হওয়া উচিত। জেলা শহর হওয়া উচিত এগরা।

আলোচনা সভায় জেলা গঠনের দাবিকে জোরালো করে বক্তব্য রাখেন ডা. বাদল অশ্রু ঘাটা, এগরা মহকুমা বইমেলা কার্যকরি

সভাপতি বীরকুমার শী, এগরা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর মহাপাত্র, এগরা বইমেলার কর্মকর্তা প্রকাশ রায় চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন কবি ও সাংবাদিক কিশোর নাগ, সাংবাদিক মদন মাইতি, সঞ্জীব আচার্য সহ অন্যান্যরা।

কৃষি সংক্রান্ত সফটওয়্যার আবিষ্কার করে প্রথম অয়ন

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ● বর্ধমান

বাঙালির মুকুটে ফের গর্বের পালক এনে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার অয়ন ঘোষ। এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাঁটাপুকুরের বাসিন্দা অয়ন ঘোষ এক অসাধ্য সাধন করে ১৮০টি দেশের কুড়ি হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হন অয়ন। ১৮০টি দেশের মধ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির ছাত্র অয়ন ঘোষ কৃষি সংক্রান্ত সফটওয়্যার আবিষ্কার করে প্রথম স্থান অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

অয়নবাবু জানালেন, তিনি আবিষ্কার করেছেন কৃষি সংক্রান্ত সফটওয়্যার। এই অ্যাপ থেকে কৃষকরা চাষাবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সহজেই পেয়ে যাবেন, এমনকি এই অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে এক্সপার্টদের সঙ্গে। ২৮টি ভাষায় এই অ্যাপ থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। বর্ধমানের ইউআইটি থেকে ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন নিয়ে স্নাতক কাঁটাপুকুর এলাকার মেধাবী ছাত্র অয়ন। বর্তমানে চাকরি করছেন একটি বহুজাতিক সংস্থায়।

অত্যন্ত সাদাসিধে ছেলে অয়ন ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছে আরও বিভিন্ন জিনিস, যার মধ্যে ড্রোন, অ্যাপ থেকে খোলা যাবে এমন পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন দরজার লক যা বিদেশে কোনও একটা জায়গায় বসে বাড়ির দরজা-নিমেষেই খুলে ফেলতে পারেন। মেধাবী অয়ন ভালোবাসেন অরিজিৎ চৌধুরীর গাওয়া গান শুনতে, সাসপেন্স থ্রিলার দেখতে।

অয়নের মা বাবা জানালেন, ছোট থেকে বাড়িতে এনে দেওয়া যে কোনও ইলেকট্রনিক্স জিনিস নিমেষে খুলে ফেলে চেষ্টা করত তার ভেতরে ঠিক কী কী আছে। এই মুহূর্তে অয়নের পরিবারের পাশাপাশি গর্ব অনুভব করছে তাঁর ইনস্টিটিউশন এবং সমগ্র জেলাবাসী।

তামিলনাড়ুতে ফের বন্যা পরিস্থিতি বন্ধ স্কুল-কলেজ-অফিস, মৃত এক

চেন্নাই, ১৮ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম বিদায় নিলেও, বৃষ্টি ছাড়ছে না তামিলনাড়ুকে। রবিবার থেকে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি, তুতিকোরিন, টেনকাসি এবং কন্যাকুমারী জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টিতে ব্যাহত প্রায় গোটা রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাপন। ইতিমধ্যেই একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে তামিলনাড়ু থেকে।

তুতিকোরিন জেলার তিরুচেন্দুরে মাত্র ১৫ ঘণ্টায় ৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তিরুনেলভেলি জেলার পালায়ামকোট্টাইয়ে ২৬০ মিলিমিটার, কন্যাকুমারীতে ১৭৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সোমবার সকালেও মুষলধারে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এর জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত ওইচার জেলায় এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল।ভারতের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, এদিনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কমোরিন এলাকায় আবার একটি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে। এদিকে, অতি বৃষ্টির কারণে, পাপানাসাম, পেরুঞ্জনি এবং পেচুপারাই বাঁধ থেকে জল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে, দক্ষিণের অধিকাংশ জেলাই এখন হাঁটুজল বা কোমর-জলের নীচে। জেলাশাসকদের বাঁধগুলিতে জলের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের জন্য তিনি বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং সিনিয়র আমলাদের মোতায়েন করেছেন। তাদের প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। জেলাশাসকদের মুখ্যমন্ত্রী উপদ্রুত এলাকাগুলিতে ত্রাণ কেন্দ্র এবং নৌকো প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিরুনেলভেলি এবং তুতিকোরিন জেলায় পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দুটি দল। সঙ্গে রয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ৪ হাজার পুলিশ সদস্যও মোতায়েন করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের এই দুর্যোগের মধ্যে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চলতি মাসের ৩ এবং ৪ তারিখে তামিলনাড়ু এবং আর্দ্র উপকূলের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম। সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে, প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্মুখীন হয়েছিল প্রায় গোটা তামিলনাড়ু। বন্যা দেখা দিয়েছিল রাজধানী চেন্নাই এবং পার্শ্ববর্তী তিনটি জেলায়। প্রচুর গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপরে গিয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল বেশ কয়েকজনের। তারপর দুই সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরে এসেছে মিগজাউমে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি। এবার দক্ষিণের জেলাগুলি বন্যার কবলে পড়ল। এই বন্যার জেরে তুতিকোরিনগামী বেশ কয়েকটি বিমানকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলি বাতিলও করতে হয়েছে। তিরুনেলভেলি থেকে আসা বন্দে ভারত ট্রেন-সহ মোট সতেরোটি ট্রেনও আংশিকভাবে বা পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

আইএস সম্পর্কিত দেশের ১৯টি জায়গায় এনআইএ হানা

উদ্ধার নথি, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ, আটক ৫

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেটস (আইএস)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত দেশের ১৯টি জায়গায় হানা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সোমবার সকাল থেকে চার রাজ্যের ১৯টি জায়গায় হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। কোথায় কোথায় আইএস তাদের চক্র চালাচ্ছে, তা খুঁজে বার করতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে এনআইএ সূত্রে।

যে ১৯টি জায়গায় এনআইএ-র দল হানা দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১১টিই কর্নাটকে রয়েছে। চারটি রয়েছে ঝাড়খণ্ডে। তিনটি রয়েছে মহারাষ্ট্রে এবং একটি রয়েছে দিল্লিতে। এখনও পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু নথি, কিছু ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।

এনআইএ-র তরফে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা বিদেশে বসে থাকা 'হ্যান্ডলার'দের মদতে এ দেশে নানা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত। গত সপ্তাহেই সন্ত্রাসদমন অভিযানে মহারাষ্ট্রের ৪০টি জায়গায় হানা দিয়ে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। ধৃতদের মধ্যে এক জন আইএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দাবি করে এনআইএ। তাঁর বিরুদ্ধে অন্য যুবকদের জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখাতে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে।

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.: ADDA/ASN/ED/N-60 & 61 of 2023-2024, Dated: 18.12.2023
The Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites percentage rate e-Tender (Two Bid System in two Parts) in this Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for details visit our website: http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd./- E.E. (Civil), ADDA, Asansol

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লেহ-লাদাখ!

লেহ, ১৮ ডিসেম্বর: সোমবার বিকেলে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জম্মু, শ্রীনগর, পুঞ্চ, কিশতওয়ার-সহ এই অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সিসমোলজি সেন্টার জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫। এখন পর্যন্ত প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

এর উৎসস্থল লাদাখের কার্গিল অঞ্চল বলে জানা গিয়েছে। বিকাল ৩ টা ৪৮ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে অঞ্চল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে যে তাঁরা ২ বার কম্পন অনুভব করেছেন। দ্বিতীয় ধাক্কাটির তীব্রতা প্রথমটির চেয়ে কম ছিল। সেখানকার বাসিন্দারা বাড়ি-ঘর ও অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেকে অবিলম্বে তাদের প্রিয়জনকে ফোন করে ভূমিকম্পের খবর জানান। তাদের সুস্থতা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন।

কিছুদিন আগে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। ১২ ডিসেম্বর ভোরবেলায় আফগানিস্তানের একাধিক এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পণের তীব্রতা ৫.২। জানা গিয়েছে, এদিন ভারতীয় সময় সাড়ে ৭টা নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মাত্র একদিন আগেই আফগানিস্তানের ফৈজাবাদে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পটি ফৈজাবাদের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার গভীরে হয়েছিল।

e-TENDER NOTICE
E-Tender Notice invited by Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar, Nadia, NIT No:- WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-37/23-24 under 5th SFC Fund 2023-24 (Tied Fund). Memo No: 492/DEY/2023-24, Date : 13.12.23. Last date of submission Bid 21.12.23, 6.00 PM. Technical Bid opening 23.12.23, 6.00 PM. More details please visit https ://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara G.P., Shimultala, Nadia

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide Memo No.: 516/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1GP/NIT-23/2023-24, Date: 18.12.2023 for 02 (Two) nos. scheme under 5th SFC (Untied) Fund. Bid Submission Start Date: 18.12.2023 from 05:00 PM. Bid Submission Closing Date: 01.01.2024 up to 12:00 PM. Bid Opening Date (Technical & Financial): 03.01.2024 at 12:00 PM & 02:00 PM respectively. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide NIT No.: 58/2023-24 & Memo No.: 2991, Date: 15.12.2023, for 08 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents Download/Sell End Date (Online) for Bid Submission up to 02.01.2024 for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah-711205
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 03 nos. different development work(s) vide Memo No.: 549/DA-II GP/2023 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-13/2023, Date: 18.12.2023. Publishing, Document Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): 18.12.2023 at 06:00 PM. Bid Submission End Date (Online): 01.01.2024 up to 03:00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 04.01.2024 at 11.00 AM. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tender is hereby invited from resourceful, experienced, bonafide, reputed Contractors for execution of the works vide NIT No.: 11/BAB/CFC/2023-24, Date: 18.12.2023. Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

An e-tender of 15th FC invited by Prodhan, Kalinga Gram Panchayet at govt. website. For details contact to the office or visit http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Kalinga Gram Panchayat,

e-TENDER NOTICE
E-Tender Notice invited by Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar, Nadia, NIT No:- WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-38/23-24 under PBG-SFC Fund 2022-23. Memo No: 493/DEY/2023-24, Date : 13.12.23. Last date of submission Bid 21.12.23, 6.00 PM. Technical Bid opening 23.12.23, 6.00 PM. More details please visit https ://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara G.P., Shimultala, Nadia

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block, North 24 Parganas
NIT NOS - 2023_ZPHD_623828_1.
Dated- 15/12/2023.
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Mohanpur Gram Panchayet

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
e-NIQ No.:UKM/006(e)/2023-24 dt. 28.11.2023. ID: -2023_MAD_609734_1. Date Corrigendum published. For Details: - wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

DATE CORRIGENDUM
NIT Nos. SFDC/MD/NIT-25(e)/2023-24 (SI-2, SI-4) & SFDC/MD/NIT-26(e)/2023-24 (SI-2, SI-3)
Tender Id : (i) 2023_SFDCL_603943_2 & 2023_SFDCL_603943_4
(ii) 2023_SFDCL_604557_2 & 2023_SFDCL_604557_3
4 (Four) nos. date corrigendum have been done to get sufficient bidder.
Schedule of Dates: Bid Submission End Date - 26.12.2023 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 28.12.2023 at 4.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in

Office OF THE COUNCILLORS OF THE
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- Development of area for SWM Vehicle Parking in ward no 14 under SWM Fund & Installation of Pipeline at Chauli in ward no 06 under MPLAD Fund within Ghatal Municipality, as mentioned in the NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-13e/2023-24, Date: 15.12.2023, Tender ID: 2023_MAD_621260_1 to 2. Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালেন সম্ভাব্য ডাচ প্রধানমন্ত্রী

আমস্টারডাম, ১৮ ডিসেম্বর: নির্বাচনে জিতেছেন এবং নেদারল্যান্ডের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এগিয়ে তিনিই। ফের বোমা ফাটালেন সেই দক্ষিণপন্থী ডাচ রাজনীতিবিদ গির্ট উইল্ডার্স। মুসলিম বিরোধী উইল্ডার্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যের রাজনীতি করার অভিযোগ উঠেছে। এবার জানিয়ে দিলেন, পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত হচ্ছেন হিন্দুরা। চুপ করে থাকবেন না তিনি।

উইল্ডার্সের দাবি, নির্বাচনে জেতার পর ভারত থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন। পালটা ধন্যবাদ জ্ঞাপনে টুইট করেন তিনি। সেখানেই লেখেন, 'ডাচ নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় গোটা পৃথিবী থেকে আমাকে যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেই সমস্ত বন্ধুদের জনাই অনেক ধন্যবাদ। ভারত থেকে প্রচুর মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা পেয়েছি।' এর পরেই মন্তব্য করেন, 'আমি সব সময় হিন্দুদের সমর্থন করে এসেছি, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের নিরন্তর খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি তাঁদের পাশে আছি।'

উল্লেখ্য, মুসলিম বিরোধী ফ্রিডম পার্টির এই নেতা সাসপেন্ডেড বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে, তাতে বাজিমাত করেছে উইল্ডার্সের দল। বামপন্থী জোটকে ছাপিয়ে গিয়েছেন উইল্ডার্সরা। সম্ভবত নেদারল্যান্ডসের নয়া প্রধানমন্ত্রীও হতে চলেছেন। যে ঘটনাপ্রবাহ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে নেদারল্যান্ডস-সহ ইউরোপের একাংশ। তারইমধ্যে ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানিয়েছেন উইল্ডার্স। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে আছেন।

কর্নাটকে দলিত পড়ুয়াদের দিয়ে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার!

ভাইরাল ভিডিও, নিন্দার ঝড়

বেঙ্গালুরু, ১৮ ডিসেম্বর: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করছে দলিত পড়ুয়ারা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গভীর ট্যাংকে নেমে পরিষ্কার করছে পড়ুয়ারা, সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ভয়াবহ এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কর্নাটক প্রশাসন। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানান, গোটা ঘটনার বিশদ তদন্ত করা হবে। কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে দোষীদের।

ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের কোলারে। সেখানে মোরারজি দেশাই আবাসিক স্কুলের চার দলিত ছাত্রকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে বলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চার পড়ুয়াকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বলা হয়, হাত দিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ মেনে সেপটিক ট্যাংকে নামতে বাধ্য হয় চার পড়ুয়া। গোটা ঘটনার ভিডিও করেন স্কুলের অন্য কয়েকজন শিক্ষক। সেখান থেকেই প্রকাশ্যে আসে ন্যক্কারজনক ঘটনার খবর। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, পিঠে ভারী ব্যাগ নিয়ে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের।

এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিশদ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কর্নাটকের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এইচ সি মহাদেবাপ্পা। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন স্কুলের চার অশিক্ষক কর্মীও। চাকরি থেকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁদের। যদিও চার দলিত পড়ুয়ার কী অবস্থা, সেই নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। উল্লেখ্য, এই স্কুলটিতে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। মোট ২৪৩ জন পড়ুয়া রয়েছে এই স্কুলে।

কংগ্রেস শাসিত কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'এই ঘটনার খবর পেয়েছি। ইতিমধ্যেই রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, সেপটিক ট্যাংকে নেমে পরিষ্কার করার উপর বহুদিন আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ উড়িয়েই পড়ুয়াদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে কর্নাটকের স্কুলটিতে।

সরকারি হাসপাতালের ওটিতে আগুন, মৃত মহিলা ও শিশু

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড অপারেশন থিয়েটারে। মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলা ও এক শিশুর। সোমবার উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আগুন লাগার পরেই দমকলে খবর দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। যদিও ততক্ষণে অপরেশন থিয়েটারে আগুন লেগে অস্ত্রপচার চলা এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও হার্টের অপরেশনের জন্য ভর্তি হওয়া একটি শিশুর মৃত্যু হয় ধোঁয়ার কারণে শ্বাসকষ্টে।

বিরোধী হট্টগোলের মধ্যেই টেলিকম বিল লোকসভায় পেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: বিরোধী পক্ষের হট্টগোলের মধ্যেই সোমবার লোকসভায় নতুন টেলকম বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। নতুন টেলিকম বিল পাশ হলে ব্রিটিশ জমানার টেলিগ্রাফ আইন, ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আইনের বদলে এটাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির নিয়ন্ত্রণের নতুন আইন হয়ে উঠবে।

কিন্তু ওই বিলের একাধিক ধারা নিয়ে আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, জাতীয় নিরাপত্তার অছিলায় যে কোনও সংস্থার টেলিযোগাযোগ পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার বা বন্ধ করার বল্গাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তা ছাড়া, নতুন বিলের খসড়ায় ইন্টারনেট নির্ভর ফোন এবং মেসেজকেও 'টেলিযোগাযোগের' আওতায় আনা হয়েছে।

গত অগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন টেলিযোগাযোগ বিলের খসড়া পাশ হয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, ১৩৮ বছরের পুরনো ব্রিটিশ জমানার টেলিগ্রাফ আইন ইন্টারনেট নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী নয়। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে নেট-নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত ওই আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে।

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- 04/Raipur GP/2023-24, 05/Raipur GP/2023-24 & 02/2nd Call/Raipur GP/2023-24 With Vide Memo No. 823/ RGP/15TH FC (Untied)/ 2023-24, 824/ RGP/ 15TH FC (tied)/2023-24 & 825/RGP/15TH FC(Tied) /2023-24, Dated:- 15-12-2023, The Last date for online submission of tender is 30/12/2023 Upto 01.00 P.M. and NIeT No:-06/Raipur GP/2023-24 with vide Memo No-826/ RGP/15TH FC (Tied) /2023-24, Dated:- 18/12/2023. The Last date for online submission of tender is 30/12/2023 Upto 09.00 A.M. For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ইমেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in
টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং : ৫৫৯৭১ তারিখ : ১৮.১২.২০২৩
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর অধীন বোলপুর শাখা প্রেমিসেসে পুনর্গঠন (ফার্নিচার, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার-কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবপেজ : http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender এবং/বা https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ০২.০১.২০২৪ বিকেল ৩টা পর্যন্ত।
তারিখ : ১৮.১২.২০২৩ রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
স্থান : দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৩৫, তারিখ ১৩.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/খড়গপুর, দঃপূঃরেলওয়ে, পিন-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ ঃ বেনাপুর—বাহানাগা বাজারের মধ্যে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং ১৮, ১৯ ও ৩৭ (জিকিউ/জিডি) এর পরিবর্তে ০৩টি আরইউবি (রোড আন্ডারব্রিজ) নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩৭,০৬,৫২৫.৩৩ টাকা। বিড সিকিউরিটি/ ই.এম.ডি. ঃ ৭৪,১০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ লেটার অফ অ্যাক্সেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৯ মাস। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ নেই। জমার তারিখ ঃ ২৭.১২.২০২৩-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ ঃ ২৭.১২.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ সব টেন্ডারে অংশ নিতে সমভাব্য বিডাররা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-930)

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
NOTICE INVITING E-TENDER
The Chairman, Bhadreswar Municipality, is inviting e-Tender for the works mentioned in the list given below:
Memo No.: BM/PWD/6380/e-NIT/1-6 (1st Call) Date: 15.12.2023
1. Renovation of School Building for M. Biss F. Pry. School.
2. Renovation of Building and Road for Mankundu F.P. School.
3. Renovation of school building for Bhadreswar Poura Prathamik Vid.
4. Renovation of Building for Telinipara Bhadreswar High School.
5. Renovation of School Building Telinipara Matribhawan Primary School.
6. New Construction of Toilet for Jawahar lal Nehru Vidyapith. Tender ID: 2023_MAD_624898_1 to 6
Memo No.: BM/PWD/6381/e-NIT/1 (1st Call) Date: 15.12.2023
1. Construction of Jawaharlal Nehru School, ground floor at Telinipara in Ward no-12. Tender ID: 2023_MAD_624898_1
Memo No.: BM/PWD/6382/e-NIT/1 (1st Call) Date: 15.12.2023
1. New construction of Girls toilet at Saradapally Kanya Vidyapith. Tender ID: 2023_MAD_624883_1
Bid Submission Start Date: 19.12.2023 from 11:00 AM onwards. Bid Submission Closing Date (Online): 02.01.2024 up to 05.00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): 05.01.2024 at 02.00 PM. Details may be had Municipal Office Notice Board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in
Sd/-
Chairman
Bhadreswar Municipality

মুখবন্ধ খামে জ্ঞানবাপী সমীক্ষার রিপোর্ট জমা করল এএসআই

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর: মুখবন্ধ খামে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র রিপোর্ট পেশ করল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)। ওই মামলার সরকারি আইনজীবী অমিত শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এএসআই-এর তরফে বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেসের কাছে ওই রিপোর্ট হয়েছে। এর আগে কয়েক দফা রিপোর্ট পেশের সময়সীমা পেরনোর পরে আদালতের অনুমতিক্রমে বাড়তি সময় নিয়েছিল এএসআই। মুখবন্ধ খামে পেশ করা রিপোর্টে কী রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি এএসআই-এর তরফে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক বিশ্বেস হিন্দু পক্ষের আবেদন মেনে জ্ঞানবাপী মসজিদের 'সিল' করা এলাকার (ওজুখানা এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের তথাকথিত শিবলিঙ্গ) বাইরে এএসআই-কে সমীক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কমিটি। গত ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৪৮ ঘণ্টার জন্য বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশের (জ্ঞানবাপী চত্বরে পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা) উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। ওই সময়সীমার মধ্যে এ বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত ৩ অগস্ট 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'র আবেদন খারিজ করে এএসআই সমীক্ষায় ছাড়পত্র দিয়েছিল। ৪ অগস্ট থেকে মসজিদ চত্বরের 'সিল' করা এলাকার বাইরে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছিল এএসআই-এর বিশেষজ্ঞ দল। আদালত ৫ অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও এর আগে দু'দফায় আবেদন জানিয়ে সমীক্ষার সময়সীমা বাড়িয়েছে এএসআই। ২ নভেম্বর বারাণসী আদালতকে এএসআই জানায় সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হলেও রিপোর্ট তৈরির জন্য সময় চাই। বিচারক বিশ্বেস এর পর ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ফের বৃদ্ধির আবেদন জানানো হল।

আজ আইপিএলের মিনি নিলাম

লোকসভা ভোটের পরই আইপিএলের সম্ভাব্য দিনক্ষণ প্রকাশ করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ আইপিএলের মিনি নিলাম। তার আগেই পরের বছরের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সম্ভাব্য দিন জানা গেল। সব ঠিকঠাক থাকলে ২২ মার্চের পর যে কোনও দিন থেকে শুরু হতে পারে আইপিএল। চলবে মে মাসের শেষ পর্যন্ত। এই মর্মে চিঠি পাঠিয়ে সব দলগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড।

পরের বছর ভারতে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। এর আগে যে তিন বার লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে আইপিএল পড়েছে, তার মধ্যে দু'বারই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতা। ২০০৯ সালে গোটা আইপিএলই হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

২০১৪ সালে প্রথম পর্ব সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হয়। পরের পর্ব হয় ভারতে। তবে ২০১৯ সালে পুরো প্রতিযোগিতাই ভারতে আয়োজিত হয়। একই জিনিস দেখা যেতে পারে ২০২৪ সালের আইপিএলেও।

তবে কবে প্রতিযোগিতা শুরু হবে বা কবে শেষ, তার আনুষ্ঠানিক দিন ক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের আনুমানিক সূচি জানা গেলে তার পরেই আইপিএলের সূচি প্রকাশ সম্ভব বলে জানিয়েছেন বোর্ডকর্তারা। তবে সম্ভাব্য তারিখ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সব দেশ এবং সব ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। ওই সময় যাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ক্রিকেটারেরা ফাঁকা থাকেন, তাই সম্ভাব্য সময়সূচি পাঠানো হয়েছে।

চারশোর দল যখন একশোয় আটকে যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'পিংক ডে' ওয়ানডের উদ্দেশ্যটা মহৎ। ব্রেস্ট ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং এর চিকিৎসায় তহবিল জোগানো হয় এই ম্যাচে। প্রতি মৌসুমে ঘরের মাঠের একটা ম্যাচকে 'পিংক ডে' ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচে প্রোটিয়া ক্রিকেটারদের পোশাক তো বটেই, দর্শক হতে শুরু আয়োজনের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবকিছুতেই গোলাপি রঙের ছোঁয়া বা আবহ রাখার চেষ্টা করা হয় এই দিন। এভাবেই চলছে গত এক দশক।

মহৎ উদ্দেশ্যের এই 'পিংক ডে' ওয়ানডেতেই দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠের চেহারাটা হয়ে ওঠে 'নির্মম, নিষ্ঠুর'। অন্তত আগে ব্যাটিংয়ের পরিসংখ্যান বলছে তেমনই। প্রথম ১০ বছরে হওয়া ১১ ম্যাচের মধ্যে সাতটিতে আগে ব্যাট করে গড়ে ৩২৪ রান করে তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যার মধ্যে ৪০০ ছাড়ানো ইনিংস আছে একটি, ৩০০ পেরোনো ইনিংস চারটি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই রান,প্রসবা ব্যাটিং কিন্তু ভেন্যুর কারণে নয়।

পিংক ডে ওয়ানডের ভেন্যু জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামের রেকর্ড বলছে, এখানে আগে ব্যাট করা দলগুলোর গড় রান আড়াই শর নিচে (৫৪ ম্যাচে ২৪৭)।

গোলাপি দিনের ওয়ানডেতে বিধ্বংসী হয়ে ওঠা সেই দক্ষিণ আফ্রিকাই কাল ১২তম ম্যাচে ভারতের কাছে স্রেফ বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গোলাপি পোশাকের প্রোটিয়ারা গুটিয়ে যায় মাত্র ১১৬ রানে। যা পিংক ডে ওয়ানডেতেই শুধু নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে ইতিহাসেই ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন! ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার আগের সর্বনিম্ন ছিল ভারতেরই বিপক্ষে ২০১৮ সালে ১১৮ রান।

প্রোটিয়াদের তাদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন রানে অলআউট করে দেওয়ার পর ভারত ম্যাচ জিতেছে ৮ উইকেট আর ২০০ বল হাতে রেখে। দুই দল মিলিয়ে খেলা হয়েছে মোটে ৪৪.১ ওভার। টি-টোয়েন্টির চেয়ে অল্প কিছু বেশি বলের ওয়ানডে ম্যাচটিতে চার হয়েছে ২৭টি, ছয় ৫টি। বিশেষভাবে বাউন্ডারির সংখ্যা উল্লেখের একটা কারণ আছে। পিংক ডে ওয়ানডেতে ব্রেস্ট ক্যানসার চিকিৎসার অর্থ তোলা হয় কয়েকটি উপায়ে।

এর মধ্যে আছে টিকিট বিক্রি, স্মারক হিসেবে ব্রেসলেট বিক্রি ও পৃষ্ঠপোষকদের অনুদান। সঙ্গে আরেকটি খাত হচ্ছে বাউন্ডারি। পিংক ডে ওয়ানডেতে যতগুলো চার

ও ছয় হয়, সেই অনুপাতে অর্থদান করে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার (সিএসএ) মূল পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান। যেমন চলতি বছরের এপ্রিলে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে হওয়া পিংক ডেতে ৬১টি চারের প্রতিটির জন্য ১০০০ র্যা ন্ড (দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা) এবং ১৫টি ছয়ের প্রতিটির জন্য ২০০০ র্যা ন্ড করে দিয়েছিল বেটওয়ে।

অর্থের জোগান হোক কিংবা দর্শক মাতানো, পিংক ডে,কে সফল করে তুলতে বাউন্ডারির বিশেষ ভূমিকা আছে বলেই এই ম্যাচে প্রোটিয়াদের ব্যাট একটু বেশিই চওড়া থাকে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এবি ডি ভিলিয়ার্সের সেই ৩১ বলে শতকের ইনিংসটিও ছিল এমনই এক ম্যাচে। সেদিন ৫০ ওভারে ৪৩৯ রান তোলার পথে এক ভিলিয়ার্স ১৬টি ছয়সহ বাউন্ডারি মেরেছিলেন ২৫টি। হাশিম আমলা আর রাইলি রুশোদের ব্যাট থেকে আসে ২৭ বাউন্ডারি।

এখন পর্যন্ত পিংক ডে ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ সংগ্রহও আট বছর আগের ম্যাচটিতে। এর বাইরে এ বছর ডাচদের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ৩৭০, ২০১৩ সালে প্রথম পিংক ডে ওয়ানডেতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৩৪৮ এবং ২০১৫ সালে দ্বিতীয় পিংক ডেতে ভারতের বিপক্ষে ৪ উইকেটে ৩৫৮ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

পিংক ডে ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার এমন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ইতিহাসের কারণেই এবার ভারতীয় বোলাররা কিছুটা চিন্তায় ছিলেন।

বিশ্বকাপের পরের প্রথম এই সিরিজে মোহাম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজরা নেই। অথচ বিশ্বকাপে প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক ধরানো দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডার ব্যাটিং লাইনআপ ঠিকই আছে। হাইনরিখ ক্লাসেন, রেসি ফন ডার ডুসেন, এইডেন মার্করাম আর ডেভিড মিলারদের নিয়ে তাই চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক অশদীপ সিং, আবেশ খান, মুকেশ কুমারদের। অশদীপ এর আগে তিনটি ওয়ানডে খেললেও উইকেটের দেখা পাননি। আর আবেশের অভিজ্ঞতাও মাত্র পাঁচ ওয়ানডের।

এমন অনভিজ্ঞ বোলাররা কীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আটকাবেন, সেসবই ভাবছিলেন ম্যাচের আগের রাতে। ম্যাচের পর অশদীপ কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, পিংক ডের আগের ম্যাচগুলোতে প্রোটিয়াদের নির্মম ব্যাটিং কী আতঙ্ক তৈরি করেছিল তাদের মনে, 'অক্ষর (প্যাটেল), আবেশ আর আমি ডিনারে বসে বলাবলি করছিলাম, গোলাপি জার্সি পরলে দক্ষিণ আফ্রিকা কী ভয়ংকরই না হয়ে ওঠে। কী বড় বড় সব ছয় মারে। আমরা শুধু ভাবছিলাম ওদের কীভাবে চার শর নিচে থামানো যায়।'

কিন্তু ৪০০ বহুদূর, এর চার ভাগের প্রায় এক ভাগেই গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতাপশালী ব্যাটিং। অশদীপ, আবেশের তোপে ৫২ রানে যায় ৬ উইকেট, যা দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে কম রানে ৬ উইকেটের ঘটনা। এরপর তো ২৭.৩ ওভারে ১১৬ রানেই অলআউট।

নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসের অন্যতম বাজে দুই অস্বস্তিকর রেকর্ডের পর দক্ষিণ আফ্রিকার 'রঙিন' পিংক ডেতে এখন 'ধূসরতা'রও ছাপ।

সফরের মাঝে অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রস্তুতি ম্যাচ চেয়ে নিল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া সফরে বক্সিং ডে টেস্টের আগে পূর্বনির্ধারিত সূচির বাইরে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। পার্থে বড় ব্যবধানে হারের পর পাকিস্তানের প্রধান কোচ মোহাম্মদ হাফিজ বলেছেন, বিশেষ করে বোলারদের ম্যাচ আবহে আরও অনুশীলনের সুযোগ করে দিতেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে এ ম্যাচে আয়োজনের অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

পার্থে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৯ রানে গুটিয়ে গিয়ে ৩৬০ রানে হেরেছে পাকিস্তান। ২৬ ডিসেম্বর এমসিজিতে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট, এর আগে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর মেলবোর্নের জাংশন ওভালে সফরের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে পাকিস্তান। সেখানে শান মাসুদের দলের প্রতিপক্ষ ভিক্টোরিয়া একাদশ। পার্থে প্রথম টেস্টে হার নিশ্চিত হওয়ার একটু আগে নিশ্চিত করা হয়েছে এটি।

প্রথম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল প্রথম শ্রেণির মর্যাদার। ফলে ১১ জনের বেশি খেলতে পারেননি সে ম্যাচে। তবে এবারের ম্যাচটির প্রথম শ্রেণির মর্যাদা নেই বলে চাইলেই ১১ জনের বেশি খেলোয়াড়কে ম্যাচের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করতে পারবে দুই দলই। পিটার হ্যান্ডসকমের নেতৃত্বে ভিক্টোরিয়া একাদশে খেলবেন মার্কাস হ্যারিস। ডেভিড ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর টেস্ট দলের অন্যতম সম্ভাব্য উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান তিনি। ভিক্টোরিয়ার হয়ে খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে একটি টেস্ট খেলা আলোচিত ব্যাটসম্যান উইল পুকোভস্কিও।

এ ম্যাচ প্রসঙ্গে হাফিজ বলেছেন, 'আগে ছিল না, আমরা এ ম্যাচটি সূচিতে অতিরিক্ত যোগ করেছি। একটি প্রস্তুতি ম্যাচের চেয়ে বেশি অনুশীলন করতে চেয়েছি। ওই (প্রথম) ম্যাচ প্রথম শ্রেণির মর্যাদার ছিল, ফলে আমরা সব বোলারকে সুযোগ দিতে পারিনি বলে মনে হয়েছে।' এরপর হাফিজ যোগ করেন, 'এ কারণেই আমরা এ প্রস্তুতি ম্যাচটি চেয়েছি, যাতে ছেলেরা ম্যাচ আবহ আরও বুঝতে পারে, আমাদের মনে হয়েছে এটি কাজে দেবে। সে অনুযায়ীই পরিকল্পনা করব আমরা। পরিস্থিতি ও কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সব খেলোয়াড়েরই এ দুদিন ব্যবহার করা উচিত।'

এর আগে ক্যানবেরায় প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিষ্প্রাণ উইকেটের সমালোচনা করেছিলেন হাফিজ। অবশ্য জাংশন ওভালের উইকেটও ঐতিহাসিকভাবে ফ্ল্যাট। তবে হাফিজের আশা, টেস্ট ম্যাচের মতোই কন্ডিশন পাবেন তাঁরা, 'এটি আসলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার আওতায় পড়ে। আমরা টেস্ট ম্যাচের মতো কন্ডিশনের অনুরোধ করেছি, যাতে আমাদের খেলোয়াড়েরা এর সুবিধা নিতে পারে। এটি সফরের সূচিতে ছিল না, কিন্তু আমি চেয়েছি যাতে ছেলেরা ম্যাচ আবহে অনুশীলনের সুযোগ পায়। আমাদের অনুরোধ রাখা ও এ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা যথাসম্ভব কার্যকরী উপায়েই শেখার চেষ্টা করব।'

প্রথম টেস্টে হারের মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটি দীর্ঘায়িতই হয়েছে। এ নিয়ে 'ডাউন আন্ডার'-এ টানা ১৫টি টেস্ট হারল পাকিস্তান, সেখানে তাদের সর্বশেষ জয়টি এসেছিল ১৯৯৫ সালে।

৯ জানুয়ারি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে খুশির খবর। নতুন বছরের শুরুতেই হতে চলেছে কলকাতা ডার্বি। সোমবার এআইএফএফের তরফে সুপার কাপের যে সূচি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে একই গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। ফলে গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হচ্ছে তারা। সূত্রের খবর, ৯ জানুয়ারি, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই সেই ম্যাচ হবে। যদিও এআইএফএফ এখনও আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করেনি।

আইএসএলের প্রথম পর্বের ডার্বি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। তার নতুন দিন এখনও ঘোষিত হয়নি। মনে করা হচ্ছে নতুন বছর সেই ম্যাচ হবে। দ্বিতীয় পর্বের ডার্বিও হবে তখনই। ফলে নতুন বছরের প্রথম দু'-তিন মাসের মধ্যে তিনটি কলকাতা ডার্বির সম্ভাবনা থাকছে।

এ বারের সুপার কাপে খেলবে ১২টি দল। আইএসএলের প্রতিটি দলই খেলবে। আই লিগের চারটি দল খেলবে। প্রতিটি গ্রুপে তিনটি করে আইএসএলের দল এবং একটি করে আই লিগের দল থাকছে। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। পুরো প্রতিযোগিতায় হবে ভুবনেশ্বরে। তাই এ বারের প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয়েছে কলিঙ্গ সুপার কাপ।

আই লিগে খেলা পাঁচটি দল এখনও পর্যন্ত সুপার কাপে খেলার কথা জানিয়েছে। তারা হল গোকুলম কেরল, শ্রীনিধি ডেকান, শিলং লাজং, ইন্টার কাশী এবং রাজস্থান ইউনাইটেড। ২৪ ডিসেম্বরের পর এই দলগুলির মধ্যে আই লিগের পয়েন্ট তালিকায় প্রথম তিনে যে দলগুলি থাকবে তারা সরাসরি সুপার কাপে যাবে। পরের দুটি দলের মধ্যে ৯ জানুয়ারি একটি প্লে-অফ খেলা হবে। যে জিতবে সে যোগ্যতা অর্জন করবে।

এআইএফএফের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, গত বার এপ্রিলে সুপার কাপ খেলতে গিয়ে ক্লাবগুলো সমস্যায় পড়েছিল। এ বার প্রথম একাদশে ছ'জন বিদেশি খেলতে পারবে। আশা করি ক্লাবগুলো এতে সমস্যায় পড়বে না। বিজয়ী দল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে।

যে রাতে মেসি 'আর্জেন্টাইন হেভেনে' চিরন্তন হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবার্তো ফুনতানারোজা তাঁর 'এন আর্জেন্টাইন'স হেভেন' গল্পে কয়েকজন বন্ধুর কথা লিখেছিলেন। যাঁরা একদিন বারবিকিউ পার্টিতে জড়ো হয়ে ফুটবল নিয়ে আলাপ করতে করতে হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁরা সবাই মারা গেছেন। তবে আকস্মিক এ মৃত্যুর পরও সবাই দারুণ আনন্দিত। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস, মানুষ যখন পোড়া মাংস খেতে খেতে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করে, এর অর্থ তারা তখন স্বর্গে আছে।

ফুনতানারোজার এই গল্প থেকে ফুটবল নিয়ে আর্জেন্টাইনদের প্রেম ও পাগলামি কিছুটা হলেও আন্দাজ পাওয়া যায়। এটা নিছক গল্প হলেও কখনো কখনো বাস্তবতা এসব গল্পকথাকেও ছাপিয়ে যায়। ৩৬ বছর ধরে বিশ্বকাপহীন থাকা একটা দেশ যখন বহু আরাধ্য ট্রফির জন্য হাহাকার করতে থাকে, তখন তাদের এমনই কিছু গল্পকথা তৈরি করতে হয়। কারণ, মানুষ নিজের অস্তিত্বকে এসব মিথ ও উপকথার ভেতর দিয়েই জীবিত রাখে। ধরে রাখে নিজের সংস্কৃতি। কারণ, তারা এটাও বিশ্বাস করে যে একদিন গল্পকথা বা রূপকথার দিন ফুরোবে। যেদিন বাস্তবতাই হয়ে উঠবে রূপকথার অধিক কিছু।

তেমনই একটা রাত ঠিক এক বছর আগে নেমে এসেছিল আর্জেন্টাইনদের জীবনে। কাতারের লুসাইলে সে এক আশ্চর্য রাত। যে রাত ১২ মাস ধরে প্রতিদিনই অদ্ভুত এক তৃপ্তি নিয়ে এসেছে আর্জেন্টাইন নাগরিক এবং বিশ্বব্যাপী তাঁদের সমর্থকদের জীবনে। যেন সেই এক রাতের রেশ পৃথিবীর বুক থেকে কিছু মানুষের জন্য আর কখনোই ফুরোবে না। আর সেই রাতের পর একজন মানুষ সেই 'আর্জেন্টাইন হেভেনে' চিরকালীন ও চির উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে গেছেন। সেই মানুষটার নাম লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন ফুটবল,আকাশে এর আগে নক্ষত্র ছিল একটা। ৩৬ বছর ধরে যেখানে রাজত্ব করেছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা নামের এক জাদুকর। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর থেকে 'কিং ডিয়েগো'র সঙ্গে শাশ্বত হয়ে গেছেন মেসিও।

একটা বিশ্বকাপ জেতার আশায় নিজের জীবনটাই যেন বাজি ধরতে রাজি ছিলেন মেসি। কী করবেন, ৬ হাজার ১৭৫ গ্রামের সোনার ট্রফিটি ছাড়া রোজারিওর সোনার ছেলের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে রেখে ছিলেন অনেকে! ক্রুশবিদ্ধ যোদ্ধার মতো একটা বিশ্বকাপ জেতার আশায় ইউরোপ, আফ্রিকা, এমনকি নিজ মহাদেশেও চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সোনার ট্রফির বদলে সব জায়গাতেই ধরা দিয়েছে লা মাঞ্চার 'দন কিহোতে'র মতো মরীচিকা। শেষ পর্যন্ত শেষবারের মতো এলেন এশিয়ায়। এবার নয়তো আর কখনোই নয়। জিততে না পারলে চিরকালীন নায়ক হওয়ার বদলে মিলবে শুধুই একজন ট্র্যাজিক হিরোর মর্যাদা।

এশিয়া ফেরায়নি মেসিকে, ফেরায়নি কাতার। সেখানেই লেখা হলো আশ্চর্য এক রাতের গল্প। আর এভাবেই সাধারণ একটি দিন ১৮ ডিসেম্বরও অমর হয়ে গেল ক্যালেন্ডারের পাতায়, আর্জেন্টিনা ও বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মেসি কি কখনো এমন 'রোলার কোস্টার' জীবন চেয়েছিলেন? তিনি তো চেয়েছিলেন পারানা নদীতে ধীরগতিতে ভেসে যাওয়া জাহাজগুলোর মতো আয়েশি জীবন। চেয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে লেপার ডে উদ্‌যাপন করতে করতে জীবনটাকে উড়িয়ে দিতে। 'গড ইজ রাউন্ড' বইয়ের লেখক হুয়ান ভিলোরোর মতে, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন আর্জেন্টাইনদের জাতীয় চরিত্রের ঠিক উল্টো। যারা এক ট্যাঙ্গোর ওপর ভর করে গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন, মেসি ঠিক তেমন ছিলেন না।

আর্জেন্টাইনদের মেলোড্রামাটিক জীবনযাত্রার অনেক কিছু ছিল তাঁর জীবনে অনুপস্থিত। এমনকি যখন তিনি ট্যাটু করতে গেলেন, তখন ম্যারাডোনার মতো চে গুয়েভারা বা কোনো বিখ্যাত মানুষের মুখ তিনি বেছে নেননি। তিনি বেছে নেন নিজের মায়ের মুখ। প্রতিবার গোলের পর তিনি আকাশের দিকে তাকান নানিকে স্মরণ করে। এমনই সাদামাটা।

কিন্তু শান্ত এই মানুষটির কাছ থেকে জীবনের চাওয়া ছিল ভিন্ন। জীবনই তাঁকে নামিয়ে দেয় অদ্ভুত এক লড়াইয়ে। যে লড়াই প্রথমে তাঁকে শুরু করতে হয়েছিল জীবনের শুরু থেকে। কিন্তু সেই হরমোনজনিত সমস্যা যেন শাপে বর হলো। যা তাঁকে নিয়ে যায় বার্সেলোনার লা মাসিয়ায়। এরপর বাকিটা আর কখনো পেছনে না তাকানোর গল্প। যে গল্পের শরীরে গেঁথে ছিল অসংখ্য কাঁটা। সেই কাঁটাগুলো তুলতে তুলতে মেসি জীবনকে টেনেছেন প্রায় ৩৬ বছর। যে বয়সও প্রায় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ না জেতার সমান। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতে নিজেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে আর্জেন্টাইনদেরও যেন মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছেন মেসি।

সম্প্রতি অ্যাপল টিভি প্লাসের 'মেসি'স ওয়ার্ল্ড কাপ দ্য রাইজ অব আ লেজেন্ড' নামের প্রামাণ্যচিত্রের টিজারের এক জায়গায় বলতে শোনা যায়, 'মেসি ইজ আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টিনা মেসি।' আক্ষরিক অর্থেই ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বরের পর থেকে বিষয়টা এমনই। আর্জেন্টিনা ও মেসি যেন একবিন্দুতে এসে মিশে গেছে।

যে আর্জেন্টাইনরা একদিন মেসির দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁরাই মেসিকে একপলক দেখার জন্য বুয়েনস এইরেসের রাস্তায় মানব ঢল হয়ে নেমে আসেন। সেই মেসির নামেই রোজারিওতে শহরের নাম করার প্রস্তাব আনা হয়। আর্জেন্টাইন রেডিওতে শোনানো হয় 'মেসি ও তাঁর স্যুটকেস',এর গল্প। যে গল্পে আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত লেখক হারনান কাসসিয়ারি বলেছেন, 'দুই ধরনের অভিবাসী আছেন।

একধরনের হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা স্পেনে পৌঁছে নিজেদের স্যুটকেস আলমারিতে উঠিয়ে রাখেন এবং যাঁরা বাইরে রাখেন। দ্বিতীয় দলের হচ্ছেন সেই মানুষগুলো, যাঁরা নিজেদের শিকড় ভুলতে পারেন না। মেসি সেই দ্বিতীয় দলের একজন। যিনি তাঁর গাউচো উচ্চারণ অক্ষুণ্ন রেখেছেন।'

রোজারিওতে বসে রেডিওতে এই গল্প শুনতে শুনতে চোখ ভিজে আসে মেসি ও তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর। হয়তো এই গল্পের ভেতর দিয়ে পুরো জীবনটাকেই দেখে ফেলেছিলেন মেসি। জীবন এমনই। কে জানে বিশ্বকাপ জিততে না পারলে মেসির গল্পটা এমন হতো কি না। সেই ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জিততে না পারার বেদনার ভার মেসিকে টানতে হয়েছে ২০২২ পর্যন্ত। কাতারে ট্রফিটা হাতে না উঠলে হয়তো সেই বেদনাই সঙ্গী হতো বাকি জীবনে। কিন্তু দুই দশক ধরে যিনি ফুটবলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, ফুটবলও তাঁকে খালি হাতে ফেরাতে চায়নি। যাওয়ার আগে সবটাই বুঝিয়ে দিয়েছে কড়ায়-গন্ডায়। তাই মেসি এখন বলতে পারেন, ফুটবলের কাছে আমার কোনো চাওয়া,পাওয়া নেই।

অথচ একদিন এই মেসিই বাথরুমে আটকে পড়ার পর দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন পছন্দের বাইসাইকেলের লোভে। ভিলোরো লিখেছেন, 'সে যখন খেলা শুরু করে, এটা জানার কোনো উপায় নেই যে কোথায় গেলে তাকে ধরা যাবে। আমরা যা জানি, তা হলো, এমন কোনো তালা নেই, যা তাকে আটকে রাখতে পারে।'

আর এভাবেই বিশ্বকাপ ট্রফির কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত শত বাধাও তাঁকে আটকাতে পারেনি। আর মেসি যখন ঠিক সেই ট্রফির কাছে গিয়ে পৌঁছালেন, মুহূর্তের মধ্যে তিনি চিরন্তন হয়ে গেলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**